ডিসেম্বর ২০২০ ■ বর্ষ ০৫ ■ সংখ্যা ১২

বন্দর বার্তা

মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

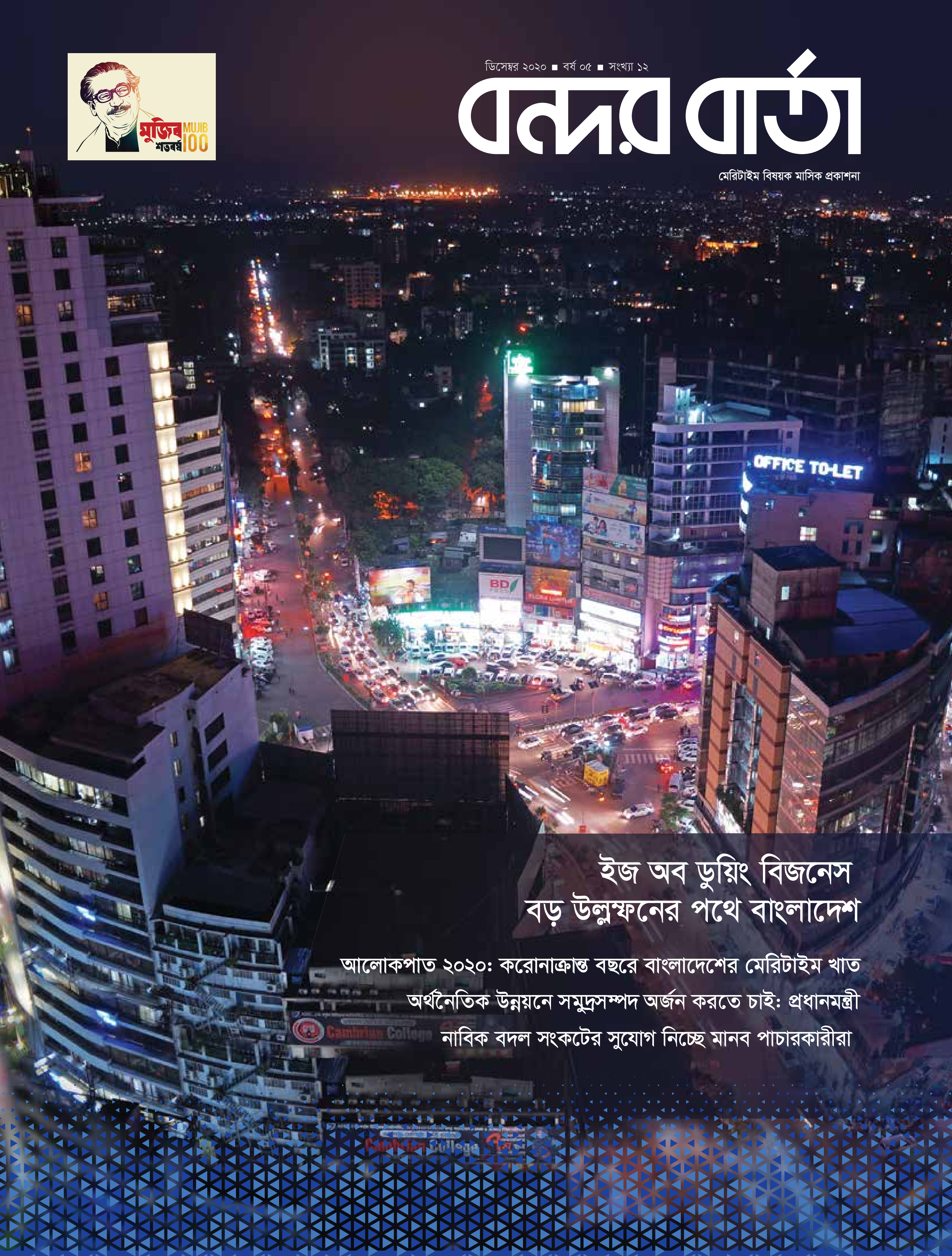

ইজ অব ডুয়িং বিজনেস বড় উল্লম্ফনের পথে বাংলাদেশ

আলোকপাত ২০২০: করোনাক্রান্ত বছরে বাংলাদেশের মেরিটাইম খাত

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্রসম্পদ অর্জন করতে চাই: প্রধানমন্ত্রী

নাবিক বদল সংকটের সুযোগ নিচ্ছে মানব পাচারকারীরা

ব্যবসা শুরু | ভবন নির্মাণ | বিদ্যুৎ সংযোগ | ভূমি নিবন্ধন | ঋণপ্রাপ্তি | ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীর স্বার্থ রক্ষা | কর প্রদান | সীমান্ত বাণিজ্য | চুক্তি বাস্তবায়ন | দেউলিয়াত্ব

ডিসেম্বর ২০২০
বর্ষ ০৫, সংখ্যা ১২

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম
বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

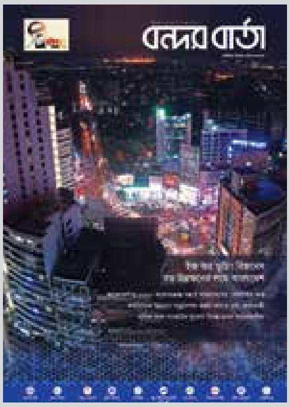

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম
আজাদ, (জি), এনজিপি, এনডিসি,
পিএসসি, বিএন

সম্পাদক
জাফর আলম

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
মো. মমিনুর রশিদ
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
আফরোজা বিথী

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
মোহাম্মদ আজিজুল মওলা
মো. শফিউল আজম খান

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
মাহমুদ হোসেন প্রিন্স

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন,
ডিজাইন, প্রকাশনা:

ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-২৫১০৮৬৯
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

আরো বিনিয়োগবান্ধব হওয়ার পথে বাংলাদেশ

এক অস্বাভাবিক বছর পার করতে যাচ্ছি আমরা–বছর জুড়ে পুরো বিশ্ব লড়াই করেছে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে। এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা, বেশ কিছুদিনের জন্য একসাথে স্থবির হয়ে পড়েছিল সমগ্র বিশ্ব। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এরকম আর দেখা যায়নি। সমগ্র বিশ্বজুড়ে যেন শক্তিশালী এক ঝড় বইছে। অন্যান্য খাতের মতো করোনা মেরিটাইম শিল্পকেও নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তবে এমন প্রতিকূল অবস্থাতেও বাংলাদেশের মেরিটাইম খাত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

দেশজুড়ে লকডাউনে সবকিছু যখন স্থবির, দেশের স্বার্থে চট্টগ্রাম বন্দর তখনও চালু রেখেছে তার স্বাভাবিক কার্যক্রম। এপ্রিল-মে মাসে করোনার প্রভাবে কনটেইনার হ্যান্ডলিং খুব কমে গেলেও পরবর্তী মাসগুলোতে সে ধাক্কা সামলে নেয় চট্টগ্রাম বন্দর। মার্চে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে রপ্তানি পণ্য পরিবহন হয়েছিল ৬১ হাজার ৭০০ একক কনটেইনার। করোনার ধাক্কায় এপ্রিলে রপ্তানিতে ধস নেমে ১৩ হাজারে নেমে আসে। মে মাসে কিছুটা বেড়ে ৩০ হাজার এককে উন্নীত হয়; জুন মাসে সেটি আরো বেড়ে ৫০ হাজার এককে উন্নীত হয়েছে। আর জুলাই মাসে রপ্তানি বেড়ে ৭২ হাজার ৩৫৯ এককে উন্নীত হয়। জুলাই মাসের এই রপ্তানি শুধু ২০২০ সালের জানুয়ারি-জুন এই ছয় মাসের মধ্যে ছিল সর্বোচ্চ। এটা সম্ভব হয়েছে কেবল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২৪/৭ সেবা দেওয়ায়।

এদিকে দশ বছর পর এ বছর আবার আন্তর্জাতিক সমুদ্রে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশের পতাকাবাহী কনটেইনার জাহাজ। জুলাইতে সম্পন্ন হয় চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ভারতের পরীক্ষামূলক ট্রানজিট। ডিসেম্বরে প্রথমবারের মতো পণ্যবাহী জাহাজ ভেড়ে মাতারবাড়ীতে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জেটিতে। এছাড়া মাতারবাড়ী সমুদ্র বন্দরের কাজও শুরু হয়েছে এই মাসে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বঙ্গবন্ধু টানেল ও পদ্মা সেতুসহ সরকারের চলমান মেগা প্রজেক্টগুলোতেও। বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতে বছরব্যাপী ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে বিশেষ রচনায়। যেকোনো দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ একটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ। তবে এ বিনিয়োগ এমনি এমনি আসে না। এজন্য যুতসই পরিবেশ তৈরি করতে হয়। কোন দেশে বিনিয়োগের জন্য কীরকম পরিবেশ আছে তা সহজেই বোঝা যায় বিশ্বব্যাংকের সহজে ব্যবসা করার (ইজ অব ডুয়িং বিজনেস) র‍্যাংকিং থেকে। ১০টি সূচকের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবছর এই র‍্যাংকিং প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক। এগুলো হলো-ব্যবসা শুরুর অনুমোদন, ভবন নির্মাণের অনুমতি, বিদ্যুৎ সংযোগ, ভূমি নিবন্ধন, ঋণপ্রাপ্তি, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, কর প্রদান, সীমান্ত বাণিজ্য, চুক্তি বাস্তবায়ন ও দেউলিয়া ঘোষণার প্রক্রিয়া।

২০০৩/০৪ সালে বিশ্বব্যাংকের ডুয়িং বিজনেস স্টাডি শুরু হওয়ার পর থেকে সর্বশেষ প্রতিবেদন পর্যন্ত সাকল্যে ১৫টি সূচকে ব্যবসায়িক সংস্কার সম্পন্ন করে বাংলাদেশ। এর মধ্যে ২০১৯ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে (ডুয়িং বিজনেস ২০২০) সংস্কার দেখা যায় তিনটি সূচকে। কোম্পানি নিবন্ধন ফি ও সময় কমিয়ে ব্যবসা শুরুর প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাইজেশন ও মানবসম্পদে বিনিয়োগের মাধ্যমে ঢাকায় বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্তি সহজ করা হয়েছে। একইভাবে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের বিপরীতে জামানতের পরিমাণও কমিয়ে আনা হয়েছে। সেই সাথে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর ব্যাপ্তি বাড়ানোর ফলে ঋণ-সম্পর্কিত তথ্য আগের চেয়ে সহজে পাওয়া যাচ্ছে। এসব সংস্কারের প্রতিফলন দেখা গেছে ২০১৯ সালে প্রকাশিত ইজ অব ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট ২০২০-এ। এ প্রতিবেদনে র‍্যাংকিংয়ে আট ধাপ উন্নতি করেছে বাংলাদেশ, স্থান করে নিয়েছে ১৬৮তম অবস্থানে। তবে বাংলাদেশের লক্ষ্য আরো সুদূরপ্রসারী–দুই অংকের ঘরে পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক সংস্কার সম্পন্ন হচ্ছে দ্রুতগতিতে। প্রধান রচনায় রয়েছে ইজ অব ডুয়িং বিজনেস র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতির আদ্যোপান্ত।

প্রিয় পাঠক, আমরা চাই এদেশের মেরিটাইম চর্চাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে, সমৃদ্ধ কলেবরে বন্দরবার্তার পথচলা বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতের বিকাশে আরো সহায়ক হবে–সেই প্রত্যাশা। বছরজুড়ে সাথে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা, সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

জাফর আলম
সম্পাদক

এ সংখ্যায় থাকছে

০৪

সহজে ব্যবসা করার (ইজ অব ডুয়িং বিজনেস) র‍্যাংকিংয়ে কোনো দেশের অবস্থান দেশটিতে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ২০১৯ সালে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ ইজ অব ডুয়িং বিজনেস র‍্যাংকিংয়ে আট ধাপ উন্নতি করেছে বাংলাদেশ, স্থান করে নিয়েছে ১৬৮তম স্থানে। তবে বাংলাদেশের লক্ষ্য আরও সুদূরপ্রসারী—দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক সংস্কার সম্পন্ন হচ্ছে দ্রুতগতিতে।

সম্পাদকীয় ▪ ০২

মুখর বন্দর ▪ ১৯

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্রসম্পদ অর্জন করতে চাই: প্রধানমন্ত্রী
- মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু
- যুদ্ধজাহাজ এমভি আকরাম চাঁদপুরে সংরক্ষণ করার দাবি
- নৌপরিবহন খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানিয়েছেন নৌপ্রতিমন্ত্রী
- চট্টগ্রাম বন্দরকে গ্রিন পোর্টে রূপান্তরে সহায়তার আগ্রহ ডেনমার্কের
- মোংলা বন্দরের নতুন চ্যানেলে জাহাজ চলাচল শুরু
- আমদানি কনটেইনারেই রপ্তানি করতে পারবে ইপিজেডের প্রতিষ্ঠানগুলো
- বিনিয়োগ বাড়াতে জাপান-বাংলাদেশ সমঝোতা চুক্তি
- কর্ণফুলীর হাইড্রোলিক ও হাইড্রোলজিক্যাল সমীক্ষায় বন্দরের চুক্তি
- অর্থনীতিতে গেইম চেঞ্জার হবে মাতারবাড়ী বন্দর
- রপ্তানি কমলেও বেড়েছে আমদানি
- মাতারবাড়ী থেকে আলাদা সড়কের উদ্যোগ
- কুমিল্লার নতুন কূপ থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু
- রূপপুরের মতো আরো একটি প্রকল্প হবে দক্ষিণাঞ্চলে
- জ্বালানি খাতে বাংলাদেশ-ভারত একসাথে কাজের সুযোগ আছে
- চীনে বিলেট রপ্তানি শুরু

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১৫

- নাবিক বদলের সুযোগ দিতে ইন্টারকার্গোর আহ্বান
- ইইউর দূষণ পরিকল্পনার বিরোধিতা শিপিং শিল্পের
- ডিকার্বোনাইজেশনে আইএমওকে তহবিল গঠনের প্রস্তাব
- শূন্য নির্গমন প্রকল্পের ব্লুপ্রিন্ট প্রকাশ
- কূটনৈতিক দ্বন্দ্বে চীনা বন্দরে আটকে অস্ট্রেলীয় কয়লাভর্তি জাহাজ
- কলম্বোয় জট, কোচিনে ভিড়ছে জাহাজ
- বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ভেসেল নির্মাণ ডাচ গবেষকদের
- আইএমও'র মেরিটাইম সেফটি কমিটির বৈঠক সম্পন্ন
- বাজার থেকে শেয়ার কিনে নিচ্ছে মায়ের্স্ক
- একীভূত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে মাঝারি আকারের শিপইয়ার্ডগুলোয়
- বার্সেলোনা বন্দরের সর্বোচ্চ ব্যবহারে এআই প্রযুক্তি
- নাবিক বদল সংকটের সুযোগ নিচ্ছে মানব পাচারকারীরা
- সংকটে বায়ু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ভেসেল
- চাপের মুখে তাইওয়ানের মৎস্য শিল্প
- নিরাপদ কর্মচর্চার হালনাগাদ বিধি প্রকাশ যুক্তরাজ্যের
- শিপিং কনটেইনারের আকাশচুম্বী চাহিদা

খতিয়ান ▪ ২৩

বন্দরের আয়-ব্যয়, কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

ঘোষণা

স্থান সংকুলান না হওয়ায় এই সংখ্যায় বন্দর বিচিত্রা বিভাগের নিয়মিত আয়োজন গ্রন্থ পরিচিতি, বন্দর পরিচিতি, মেরিটাইম ফ্যাক্ট, মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব এবং মেরিটাইম ইভেন্টস দেওয়া সম্ভব হলো না। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

১৯

জাহাজ ভাঙা শিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

জাহাজ রিসাইকেল বিশ্বে শীর্ষে বাংলাদেশ। ২০১৯ সালে বিশ্বের অর্ধেকের বেশি জাহাজ রিসাইকেল হয়েছে এদেশে।

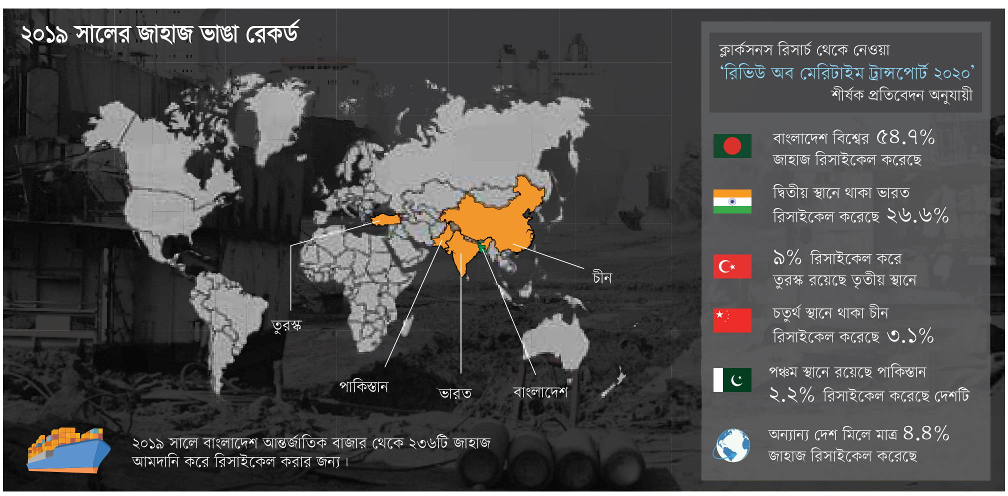

১২

বিশেষ রচনা

আলোকপাত ২০২০: করোনাক্রান্ত বছরে বাংলাদেশের মেরিটাইম খাত

পুরনো বছরকে ইতিহাসের পাতায় ঠেলে দিয়ে আসে নতুন বছর। এর মধ্যেই তৈরি হয় ছোট-বড় হাজারো খবর। কোনোটা সুখের, কোনোটা উদ্বেগের। কোনোটা কালের অতলে হারিয়ে যায়। কোনোটা আবার চিনিয়ে দেয় আগামীর পথরেখা। চিরন্তন ছাপ রেখে যায় মনোজগতে, অমোঘ হয়ে থাকে স্মৃতিতে। এক অস্বাভাবিক বছর পার করলাম আমরা—পুরো বিশ্বের মতো বাংলাদেশও বছড় জুড়ে লড়াই করেছে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে। অন্যসব খাতের মতো মেরিটাইম খাতেও এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। তবে এমন প্রতিকূল অবস্থাতেও বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতে দেখা গেছে অনেকগুলো ইতিবাচক ঘটনা।

১৬

আন্তর্জাতিক সংবাদ

বিশ্বের বৃহত্তম অঞ্চলভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর

আসিয়ানের বার্ষিক সম্মেলনের সাইডলাইনে এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে সই হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অঞ্চলভিত্তিক মুক্তবাণিজ্য চুক্তি। রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি) নামের এ চুক্তির মাধ্যমে আসিয়ানের ১০টি দেশ সিপিটিপিপি'র সঙ্গে যুক্ত হলো। সিপিটিপিপি'র সদস্য দেশগুলো হচ্ছে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। চুক্তিটির ফলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল গড়ে ওঠার পথ আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। বৈশ্বিক জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ এ অঞ্চলের আওতাধীন। আর বৈশ্বিক জিডিপিতে এর অবদান এক-তৃতীয়াংশের কিছুটা কম।

ইজ অব ডুয়িং বিজনেস রিপোর্টের ধারণাটি আসে বুলগেরিয়ান অর্থনীতিবিদ সিমিওন জ্যাঙ্কভের নেতৃত্বে করা **'দ্য রেগুলেশন অব এন্ট্রি'** গবেষণাপত্র থেকে

বর্তমানে **১০টি** সূচকের ওপর ভিত্তি করে র‍্যাংকিং প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক

ইজ অব ডুয়িং বিজনেস
বড় উল্লম্ফনের পথে বাংলাদেশ

জিনারুল ইসলাম

প্রাক-কথা

অর্থনীতির স্বাস্থ্যোদ্ধারে বিনিয়োগের ভূমিকা প্রশ্নাতীত। বলতে গেলে মুখ্য, বিশেষ করে বেসরকারি বিনিয়োগ। তবে এ বিনিয়োগ এমনি এমনি আসে না। এজন্য যুতসই পরিবেশ তৈরি করতে হয়। এমন পরিবেশ যেখানে নির্ঝঞ্ঝাটে ব্যবসা শুরু করা যায়। ঝামেলাবিহীনভাবে অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি কম সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে পরিষেবা সুবিধাও মেলে। শুধু ব্যবসা শুরু করলেই হবে না; বিবেচনায় নিতে হয় ঋণপ্রাপ্তি, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা, কর পরিশোধ ও সীমান্ত বাণিজ্য সহজীকরণের মতো বিষয়গুলোও। কোনো বিরোধ দেখা দিলে দ্রুততম সময়ে সহজে তার নিষ্পত্তি এবং দেউলিয়াত্বের সমাধানও এখানে সমান গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো কতটা সহজে, সাশ্রয়ে ও কম সময়ে সরবরাহ করা যায় তার ওপরই নির্ভর করে ব্যবসা তথা বিনিয়োগের পরিবেশ। এজন্য ব্যবসার পরিবেশে সংস্কারমূলক কাজ নিরন্তর চালিয়ে যেতে হয়। সম্পাদিত এসব সংস্কার কর্মসূচির অগ্রগতির ভিত্তিতেই সহজে ব্যবসা করার (ইজ অব ডুয়িং বিজনেস) র‍্যাংকিং করে থাকে বিশ্বব্যাংক। র‍্যাংকিংয়ে কোনো দেশের অবস্থান দেশটিতে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

র‍্যাংকিংয়ের গোড়ার কথা

ইজ অব ডুয়িং বিজনেস রিপোর্টের ধারণাটি আসে বুলগেরিয়ান অর্থনীতিবিদ সিমিওন জ্যাঙ্কভের নেতৃত্বে করা 'দ্য রেগুলেশন অব এন্ট্রি' গবেষণাপত্র থেকে। ২০০২ সালে ছাপা হওয়ার আগেই গবেষণাটি ব্যাপক পরিচিতি পায়। ১৯৯৯ সালে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ৮৫টি দেশে ব্যবসা শুরুর প্রক্রিয়ার সংখ্যা, সময় ও ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ করেন জ্যাঙ্কভ ও তার সহ-গবেষকরা। এরপর ২০০৩ সালে বিশ্বব্যাংক তাদের ওয়েবসাইটে এ-সংক্রান্ত উপাত্ত প্রকাশ করে, যার মধ্য দিয়ে ইজ অব ডুয়িং বিজনেস রিপোর্টের পত্তন হয়। ১১০টি দেশের তথ্য-উপাত্ত দেওয়া হয় সেখানে। ২০০৪ সালে এসে ১৪৫টি দেশের উপাত্তের ভিত্তিতে ইজ অব ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক। তবে র‍্যাংকিং তখনো করা হয়নি। র‍্যাংকিংয়ের বিষয়টি প্রথম আসে ২০০৫ সালে, তাও খুব প্রাথমিক পরিসরে। সূচকে সবচেয়ে ভালো করা ২০টি এবং সবচেয়ে খারাপ করা ২০টি দেশের তালিকা প্রকাশ করা হয় সেবার। সব দেশের ইজ অব ডুয়িং বিজনেস র‍্যাংকিং করা হয় ২০০৬ সালে। চারটি সূচকের ভিত্তিতে এই র‍্যাংকিং প্রকাশ করা হয়।

এরপর থেকে বিনিয়োগের পরিবেশ সহজ করতে নানা সংস্কার আনতে থাকে বিভিন্ন দেশে। উদাহরণ হিসেবে ২০০২ সালেও ব্যবসা শুরুর আগে ছয়টির কম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হতো মাত্র ১৩ শতাংশ দেশে। ২০১৪ সালে অর্ধেকের বেশি দেশ ব্যবসা শুরুর প্রক্রিয়া ছয়টিতে নামিয়ে এনেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবসা শুরুর পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয় এক-চতুর্থাংশ দেশ। ২০০২ সালে যেখানে এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবসা শুরু করার সুযোগ ছিল ৫ শতাংশেরও কম দেশে। সময়ের সাথে র‍্যাংকিংয়ে সূচকের সংখ্যা বেড়েছে। সংস্কারের মাধ্যমে এসব সূচকে উন্নতির চেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশও আছে সেই উন্নতির সোপানে।

যেসব সূচকের ভিত্তিতে র‍্যাংকিং

প্রথমে স্বল্প সংখ্যক সূচকের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক তাদের ইজ ডুয়িং বিজনেস র‍্যাংকিং বা ক্রমতালিকা তৈরি শুরু করে। তখন দেশের সংখ্যাও ছিল কম। পরবর্তীতে সূচকের আওতা ও দেশ দুটোই বেড়েছে। বর্তমানে ১০টি সূচকের ওপর ভিত্তি করে র‍্যাংকিং প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক। এগুলো হলো-ব্যবসা শুরুর অনুমোদন, ভবন নির্মাণের অনুমতি, বিদ্যুৎ সংযোগ, ভূমি নিবন্ধন, ঋণপ্রাপ্তি, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, কর প্রদান, সীমান্ত বাণিজ্য, চুক্তি বাস্তবায়ন ও দেউলিয়া ঘোষণার প্রক্রিয়া।

একটি ব্যবসা শুরু করতে কতগুলো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় এবং কী পরিমাণ সময়, ব্যয় ও ন্যূনতম পেইড-ইন ক্যাপিটাল প্রয়োজন তা বিবেচনায় নেওয়া হয় ব্যবসা শুরুর সূচকে। একটি পণ্যাগার তৈরি করতে কতটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় এবং এর পেছনে কী পরিমাণ সময় ও খরচ হয় সেগুলো মূল্যায়ন করা হয় ভবন নির্মাণের অনুমতি সূচকে। কতটা প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া যায় এবং এ বাবদ বিনিয়োগকারীকে কী পরিমাণ সময় ও অর্থ খরচ করতে হয় তার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ সূচকে স্কোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রাপ্ত বিদ্যুতের ওপর কতখানি ভরসা করা যায় এবং এর মূল্যই বা কেমন তাও বিবেচনায় নেওয়া হয় এই সূচকে। সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার সংখ্যা, সময় ও ব্যয়ের হিসাব করা হয় ভূমি নিবন্ধন সূচকে। একটি দেশের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা কতটা স্বচ্ছ, সেটিও বিবেচনায় থাকে এই সূচকের ক্ষেত্রে। ঋণপ্রাপ্তি সূচকে বিবেচনা করা হয় অস্থাবর সম্পত্তি-সম্পর্কিত আইন ও ঋণতথ্য ব্যবস্থা। দুই পক্ষের মধ্যে লেনদেন ও কর্পোরেট সুশাসনে স্বল্প সংখ্যক শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ কতখানি সংরক্ষিত হচ্ছে সেটি বিবেচনায় নেওয়া হয় ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা সূচকে। কর প্রদান সূচকের স্কোরিংয়ে যেসব বিষয়কে ভিত্তি

নানা সংস্কারের ফলে দেশে ব্যবসার পরিবেশ উন্নত হচ্ছে। পোশাক শিল্পের পাশাপাশি গতি আসছে অন্যান্য খাতের বিনিয়োগেও। সেই সাথে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার ওপর ভর করে বাড়ছে বিকিকিনি

হিসেবে ধরা হয়, সেগুলো হলো কর-সংক্রান্ত সব নীতিমালা পরিপালন করতে গিয়ে একটি কোম্পানিকে মোট কী পরিমাণ কর দিতে হচ্ছে, করের হার কত এবং কর দিতে কত সময় লাগছে। বাংলাদেশের সীমান্ত বাণিজ্য সূচকটি মূল্যায়নে রপ্তানির ক্ষেত্রে গার্মেন্ট এবং আমদানির ক্ষেত্রে অটো-পার্টসের নির্দিষ্ট একটি যন্ত্রাংশকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। বাণিজ্য বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসায় কী পরিমাণ সময় ও অর্থ ব্যয় হবে-সেটি বিবেচনা করা হয় চুক্তি বাস্তবায়ন সূচকে। বিচারিক প্রক্রিয়ার মানও এক্ষেত্রে দেখা হয়। কোনো কোম্পানি বাণিজ্যিকভাবে দেউলিয়া ঘোষিত হলে তা সমাধানে সময় ও ব্যয় হিসাব করা হয় দেউলিয়াত্বের সমাধান সূচকে। এ থেকে অর্থ উদ্ধারের হার এবং এটি সমাধানে আইনি কাঠামো কতটা শক্তিশালী তাও বিবেচনায় নেওয়া হয় এক্ষেত্রে। সূচকে উদ্ধৃত প্রক্রিয়াগুলো যত সহজে, স্বল্প ব্যয়ে ও কম সময়ে সম্পন্ন করা যায়-ব্যবসার পরিবেশও তত উন্নত হয়। ব্যবসা সহজীকরণ র‍্যাংকিংয়েও সেই দেশ এগিয়ে থাকে।

র‍্যাংকিংয়ের পদ্ধতি

২০০৩ সালে প্রথম যখন ডুয়িং বিজনেস গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় তখন সূচক ছিল পাঁচটি। ১৩৩টি দেশের ওপর গবেষণাটি প্রকাশ করা হয় সেই সময়। বর্তমানে ১৯০টি দেশের র‍্যাংকিং করা হয় ১০টি সূচকের ভিত্তিতে। অধিকাংশ দেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক শহরের তথ্য-উপাত্ত বিবেচনায় নেওয়া হয় এক্ষেত্রে। তবে ২০১৩ সালেই যেসব দেশের জনসংখ্যা ১০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে, সেসব দেশের ক্ষেত্রে দুটি শহরের তথ্য-উপাত্ত বিবেচনায় নিয়ে থাকে বিশ্বব্যাংক। এই ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ঢাকা ও চট্টগ্রামের ব্যবসায় পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে ইজ অব ডুয়িং বিজনেসে বাংলাদেশের স্কোরিং ও র‍্যাংকিং করা হয়ে থাকে বাংলাদেশে। সূচকে স্কোর ধরা হয় শূন্য থেকে ১০০। যেই দেশের প্রাপ্ত স্কোর যত বেশি হয়, র‍্যাংকিংয়ে সেই দেশের অবস্থান তত উপরের দিকে থাকে।

স্কোরিংয়ের জন্য একটি মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়। বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়ে বিশ্বব্যাংকের ডুয়িং বিজনেস টিম একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করে। স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর নেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আইনজীবী, বিজনেস কনসালট্যান্ট, অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার যেমন রাখা হয়, একইভাবে রাখা হয় সরকারি কর্মকর্তা ও অন্যান্য পেশাজীবীকেও, যারা আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিভিন্ন প্রয়োজনে পরামর্শকের কাজ করেন। ডুয়িং বিজনেস টিমের সাথে এসব বিশেষজ্ঞের কয়েক দফা মত বিনিময় হয়। এর মধ্যে আছে কনফারেন্স, লিখিত উত্তর ও ডুয়িং বিজনেস টিমের সরেজমিন পরিদর্শন। ডুয়িং বিজনেস ২০১৯ রিপোর্টের আগে বিশ্বব্যাংকের ডুয়িং বিজনেস টিমের সদস্যরা ডেটার সত্যতা যাচাই ও উত্তরদাতা নিয়োগে ২৮টি দেশ পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশের অবস্থান

২০০৩/০৪ সালে বিশ্বব্যাংকের ডুয়িং বিজনেস স্টাডি শুরু হওয়ার পর থেকে সর্বশেষ প্রতিবেদন পর্যন্ত সাকল্যে ১৫টি সূচকে ব্যবসায়িক সংস্কার সম্পন্ন করে বাংলাদেশ। এর মধ্যে ২০১৯ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে (ডুয়িং বিজনেস ২০২০) সংস্কার দেখা যায় তিনটি সূচকে। কোম্পানি নিবন্ধন ফি ও সময় কমিয়ে ব্যবসা শুরুর প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাইজেশন ও মানবসম্পদে বিনিয়োগের মাধ্যমে ঢাকায় বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্তি সহজ করা হয়েছে। একইভাবে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের বিপরীতে জামানতের পরিমাণও কমিয়ে আনা হয়েছে। সেই সাথে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর ব্যাপ্তি বাড়ানোর ফলে ঋণ-সম্পর্কিত তথ্য আগের চেয়ে সহজে পাওয়া যাচ্ছে। এসব সংস্কারের প্রতিফলন দেখা গেছে ইজ অব ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট ২০২০-এ। ২০১৯ সালে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ এ প্রতিবেদনে র‍্যাংকিংয়ে আট ধাপ উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ স্থান করে নিয়েছে ১৬৮তম। আগের প্রতিবেদনে র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের স্থান ছিল ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৭৬তম।

মোট ১০০ এর মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ৪৫। বিষয়ভিত্তিক স্কোর বিবেচনায় নিলে সবচেয়ে ভালো করেছে ব্যবসা শুরুর সূচকে। এই সূচকে বাংলাদেশ স্কোর করেছে ৮২.৪। অন্যান্য সূচকের মধ্যে ভবন নির্মাণে ৬১.১, বিদ্যুৎ সংযোগে ৩৪.৯, ভূমি নিবন্ধনে ২৯, ঋণপ্রাপ্তিতে ৪৫, সংখ্যালঘু বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সুরক্ষায় ৬০, কর প্রদানে ৫৬.১, সীমান্ত বাণিজ্যে ৩১.৮, চুক্তি বাস্তবায়নে ২২.২ এবং দেউলিয়াত্ব সমাধানে স্কোর এসেছে ২৮.১।

উন্নতিতে সেরা দেশের তালিকায়

সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ তৈরিতে যে ২০টি দেশ সবচেয়ে উন্নতি করেছে বাংলাদেশও রয়েছে সেই তালিকায়। বাংলাদেশের পাশাপাশি উন্নতিতে সেরা ২০টি দেশের তালিকায় রয়েছে চীন, ভারত, পাকিস্তান, আজারবাইজান, বাহরাইন, জিবুতি, জর্ডান, কেনিয়া, কসোভো, কুয়েত, কিরগিজস্তান, মিয়ানমার, নাইজেরিয়া, কাতার, সৌদি আরব, তাজিকিস্তান, টোগো, উজবেকিস্তান ও জিম্বাবুয়ে।

এছাড়া ২০১৮/১৯ সালে সংস্কারের মাধ্যমে তিন বা তার বেশি সূচকে উন্নতি করেছে এমন ৪২টি দেশের তালিকা দেওয়া হয়েছে ইজ অব ডুয়িং বিজনেস ২০২০ প্রতিবেদনে। বাংলাদেশও রয়েছে এই ৪২টি দেশের মধ্যে।

সূচকে উন্নতির ওপর জোর

র‍্যাংকিং প্রকাশের প্রথম বছরই আলজেরিয়া, বুরকিনা ফাসো, মালাউয়ি ও মালিসহ বেশকিছু দেশ সংস্কারের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিতে বিশ্বব্যাংকের প্রতি আহ্বান জানায়। বিশ্বব্যাংকও মূল্যায়নের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি তৈরি করে। পরবর্তীতে কোনো কোনো দেশ তাদের গৃহীত সংস্কার কর্মসূচির বিষয়ে প্রকাশ্যে প্রচারণাও শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে জর্জিয়া দুই বছরের মধ্যে তাদের অবস্থান ১০০ থেকে ২০ এ উন্নীত করার খোলামেলা ঘোষণা দিয়ে বসে। ২০১৬ সাল থেকে ইয়েমেন, পর্তুগাল, মরিশাস, এল সালভাদর এবং ভারতের সরকারি কর্মকর্তারাও সংস্কারের বিষয়গুলো ফলাও করে প্রচার করতে থাকেন। অনেক দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরাও এ বিষয়ে কথা বলেন। যেমন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডো ইজ অব ডুয়িং

২০২২ সালের মধ্যে ইজ অব ডুয়িং বিজনেস র‍্যাংকিংয়ে দুই অংকের মধ্যে আসতে ২টি কমিটি বিশেষভাবে কাজ করছে

ওয়ান স্টপ সার্ভিসে প্রাথমিকভাবে ৩৫টি সংস্থার মাধ্যমে ১৫০টি সেবা দেওয়ার লক্ষ্য ধরা হয়

বিজনেস র‍্যাংকিংয়ে তার দেশের অবস্থান ১০৯ থেকে ৪০তম স্থানে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছেন। শীর্ষ ৩০ দেশের মধ্যে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন কাজাখস্তানের অর্থমন্ত্রী এরবোলাত দোসায়েভ। সার্বিয়াও শীর্ষে থাকতে চায় বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট আলেক্স্যান্ডার ভুসিস।

এ থেকেই পরিষ্কার বিশ্বব্যাংকের ইজ অব ডুয়িং বিজনেস র‍্যাংকিংয়ের গুরুত্ব। বাংলাদেশও র‍্যাংকিংয়ে উন্নতির বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। র‍্যাংকিংয়ে দুই অংকের ঘরে অর্থাৎ ১০০-এর নিচে থাকতে ব্যবসার পরিবেশে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কারণটা খুবই স্পষ্ট–র‍্যাংকিংয়ে অবস্থান যত উন্নত হবে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগও তত বেশি আকর্ষণ করা সম্ভব হবে।

ফোকাল পয়েন্ট যখন বিডা

দেশে ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন একক কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা। শুরু থেকেই ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে সংস্কারমূলক নানা কাজ করছে এসব প্রতিষ্ঠান। তবে এতদিন সেগুলো হচ্ছিল বিচ্ছিন্নভাবে। সবগুলো কাজ গুছিয়ে করতে প্রয়োজন ছিল একটি ফোকাল পয়েন্টের। ২০১৬ সালে বিনিয়োগ বোর্ড ও বেসরকারীকরণ কমিশন একীভূতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) গঠনের মধ্য দিয়ে উদ্যোগটি নেওয়া হয়। ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে সমন্বয়কের দায়িত্ব পায় সংস্থাটি। দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগে কী কী সংস্কার আনতে হবে, কার কাজ কী, তা নির্ধারণ করে দেয় সংস্থাটি। সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে কাজ শুরু হয়। ২০১৬ সাল থেকে এ ব্যাপারে কাজ শুরু হলেও ২০১৮ সালে বিশেষ গতি পায় সংস্কারকাজ।

২০২২ সালের মধ্যে ইজ অব ডুয়িং বিজনেস র‍্যাংকিংয়ে দুই অংকের মধ্যে আসতে দুটি কমিটি বিশেষভাবে কাজ করছে। অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল এমপির সভাপতিত্বে গঠিত ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন নিশ্চিতে দিকনির্দেশনা প্রদান করছে। আরেকটি কমিটি হচ্ছে ন্যাশনাল কমিটি ফর মনিটরিং ইমপ্লিমেন্টেশন অব ইজ অব ডুয়িং বিজনেস রিফর্মস (এনসিএমআইডি)। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিটি ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নে গৃহীত সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত তা পর্যবেক্ষণ করছে। এছাড়া সংস্কারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান এমপি নিয়মিত দিকনির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছেন।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু

ব্যবসা সহজ করতে নেওয়া পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম ওয়ান স্টপ সার্ভিস। বিনিয়োগকারীরা সব ধরনের সেবা যাতে এক ছাদের নিচে পান, সে লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন ২০১৮ সালে পাস হয়। বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের স্বার্থে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বিনিয়োগকারীরা তাদের প্রস্তাবিত কোনো প্রকল্প বা উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে পান, সেই সুযোগ রাখা হয়েছে আইনটিতে। এর মধ্যে রয়েছে ট্রেড লাইসেন্স, জমি নিবন্ধন, নামজারি, পরিবেশ ছাড়পত্র, নির্মাণ অনুমোদন, বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানি সংযোগ, টেলিফোন-ইন্টারনেট সংযোগ, বিস্ফোরক লাইসেন্স ও বয়লার সার্টিফিকেট। অর্থাৎ কোনো প্রকল্পের প্রাথমিক অনুমোদন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার জন্য আর বিভিন্ন কার্যালয়ে ঘোরার প্রয়োজন নেই।

আইনে ‘কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ’ হিসেবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে রাখা হয়েছে। বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ওয়ান স্টপ সার্ভিসের কার্যক্রম শুরু করেছে। এরপর ২০২০ সালের ১০ মে ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিধিমালা প্রকাশ করা হয়।

প্রাথমিকভাবে ৩৫টি সংস্থার ১৫০টি সেবা এই একক

বিডার অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস সিস্টেমের সংস্থা ও সেবাসমূহ

সংস্থার ক্রম	সংস্থার নাম	সেবার ক্রম	সেবার নাম
১	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১	শিল্প প্রকল্প নিবন্ধন
		২	নতুন ভিসা সুপারিশ
		৩	সংশোধিত ভিসা সুপারিশ
		৪	নতুন কর্মানুমতি প্রদান
		৫	কর্মানুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি
		৬	কর্মানুমতির সংশোধন
		৭	কর্মানুমতি বাতিল
		৮	রেমিট্যান্স অনুমোদন
		৯	অন অ্যারাইভাল ভিসা সুপারিশ
		১০	অন অ্যারাইভাল ভিসা সংশোধন
		১১	ব্রাঞ্চ/লিয়াজোঁ/প্রতিনিধি অফিস খোলার অনুমতি
		১২	ব্রাঞ্চ/লিয়াজোঁ/প্রতিনিধি অফিস খোলার অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি
		১৩	ব্রাঞ্চ/লিয়াজোঁ/প্রতিনিধি অফিস খোলার অনুমতির মেয়াদ সংশোধন
		১৪	ব্রাঞ্চ/লিয়াজোঁ/প্রতিনিধি অফিস খোলার অনুমতি বাতিল বৃদ্ধি
		১৫	শিল্প আইআরসি সুপারিশ (১ম অ্যাডহক)
২	যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর	১৬	নামের ছাড়পত্র
		১৭	কোম্পানি নিবন্ধন
		১৮	ব্রাঞ্চ অফিস/লিয়াজোঁ অফিস
৩	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১৯	টিআইএন সার্টিফিকেট
৪	সোনালী ব্যাংক	২০	অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে
৫	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	২১	জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই
৬	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	২২	সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স
৭	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	২৩	ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র
৮	পরিবেশ অধিদপ্তর	২৪	অবস্থানগত ছাড়পত্র (সবুজ)
		২৫	অবস্থানগত ছাড়পত্র (কমলা-ক)
		২৬	অবস্থানগত ছাড়পত্র (কমলা-খ)
		২৭	অবস্থানগত ছাড়পত্র (লাল)
		২৮	পরিবেশগত ছাড়পত্র (সবুজ)
		২৯	পরিবেশগত ছাড়পত্র (কমলা-ক)
		৩০	পরিবেশগত ছাড়পত্র (কমলা-খ)
		৩১	পরিবেশগত ছাড়পত্র (লাল)
		৩২	পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন (সবুজ)
		৩৩	পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন (কমলা-ক)
		৩৪	পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন (কমলা-খ)
		৩৫	পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন (লাল)
		৩৬	ইআইএ অনুমোদন
		৩৭	টিওআর অনুমোদন
		৩৮	জিরো ডিসচার্জ অনুমোদন
৯	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	৩৯	শিল্প আইআরসি অনুমোদন
১০	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	৪০	নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ
১১	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৪১	নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭টি সূচকে অনেকগুলো সংস্কার সম্পন্ন করা হয়েছে

সিডিএর কাছ থেকে ভবন নির্মাণের অনুমতি পাওয়া যাবে আগের ১০৫ দিনের বদলে সর্বোচ্চ ৭ কর্মদিবসে

প্লাটফরম থেকে দেওয়ার লক্ষ্য ধরা হয়। ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১৮টি সেবা অনলাইনের মাধ্যমে দেওয়া হয়। ২০২০ সালে আরো ২৩টি সেবা এই প্লাটফরমে যুক্ত হয়েছে। সবমিলিয়ে এখন পর্যন্ত মোট ৪১টি সেবা অনলাইনে দিচ্ছে বিডা। ২০২১ সালের জানুয়ারির মধ্যেই সেবার সংখ্যা ১৫০টিতে উন্নীত করার আশা করছে বিডা।

শুরুতে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা বিডার ওয়ান স্টপ প্লাটফরমের মাধ্যমে দেওয়ার কথা থাকলেও এখন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাথে এরই মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে বিডা। প্লাটফরমটিতে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছে মেট্রোপলিটন চেম্বার এবং চট্টগ্রাম চেম্বারও।

কোন সূচকে কেমন সংস্কার

ব্যবসা সহজীকরণের সব সূচকেই বাংলাদেশ বড় ধরনের সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন সূচকে লক্ষণীয় অগ্রগতিও হয়েছে। এসব সংস্কারের কিছু প্রতিফলন বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক ডুয়িং বিজনেস প্রতিবেদনে দেখাও গেছে। যদিও সেটা পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন নয়। বিশ্বব্যাংকের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির কারণে এমনটা হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে বিশ্বব্যাংকের প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশনের (আইএফসি) প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা হয়েছে এবং তাদেরকে বোঝানোও গেছে।

এছাড়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে সাতটি সূচকে অনেকগুলো সংস্কার সম্পন্ন করা হয়েছে। এসব সংস্কার বিশ্বব্যাংকের কাছে জমাও দেওয়া হয়েছে, যার প্রতিফলন বিশ্বব্যাংকের পরবর্তী প্রতিবেদনে নিশ্চিতভাবেই দেখা যাবে। কারণ বিশ্বব্যাংকও বলছে, বাংলাদেশে উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসার পরিবেশ অনেক সহজ হয়েছে।

১. ব্যবসা শুরুর অনুমোদন

ব্যবসা শুরুর অনুমোদন নিতে যেসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় তার সময় অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে। কমানো হয়েছে এসব প্রক্রিয়া বাবদ ব্যয়ও। কোম্পানির নাম অনুমোদন, সনদ দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাশুল কমানো হয়েছে। নিবন্ধন নিতে আগে যেখানে ২ হাজার ৪০০ টাকা খরচ হতো, এখন তা ১ হাজার ২০০ টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে।

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ নিবন্ধিত কোনো কোম্পানির অনুকূলে আবেদন দাখিলের দুই দিনের মধ্যে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করার পরিপত্র স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে জারি করা হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুর আগে চালু থাকা পরিদর্শন প্রক্রিয়াটি বাদ দেওয়ার মধ্য দিয়ে। কোম্পানির সিলের যে নিয়ম ছিল, সহজে ব্যবসা শুরু করার স্বার্থে সেটিও বাদ দেওয়া হয়েছে।

২. ভবন নির্মাণ

ওয়্যারহাউস বা পণ্যাগার নির্মাণে অনুমোদনের প্রক্রিয়া ১৬টি ধাপ থেকে কমিয়ে ৮টিতে আনা হয়েছে। ঢাকায় ল্যান্ড সেটলমেন্ট অফিস থেকে সিএস

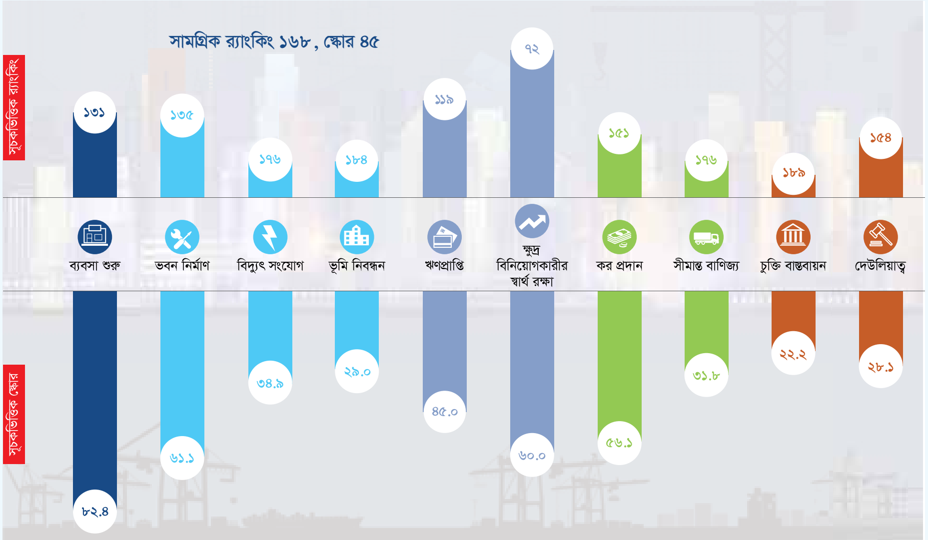

ডুয়িং বিজনেস ২০২০: বাংলাদেশের র‍্যাংকিং ও স্কোর

ম্যাপ, মাটি পরীক্ষার প্রতিবেদন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেমন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কাছ থেকে প্রকল্পের ছাড়পত্র, পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে প্রকল্পের ছাড়পত্র, অগ্নিনিরাপত্তা ছাড়পত্র, ২৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত লোড অনুমোদনের ক্ষেত্রে ডেসকো ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে লোড ছাড়পত্র, পানি ও স্যানিটেশন ছাড়পত্র এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) পরিদর্শনের প্রয়োজন পড়বে না।

একইভাবে চট্টগ্রামের জন্যও সাতটি প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে। এগুলো হলো-ভূমি জরিপ বিভাগ থেকে সিএস ম্যাপ ও মালিকানার প্রমাণপত্র, ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কাছ থেকে প্রকল্পের অনুমোদন, মাটি পরীক্ষার প্রতিবেদন, অগ্নিনিরাপত্তা ছাড়পত্র, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) কাছ থেকে ছাড়পত্র, পানি ও স্যানিটেশন ছাড়পত্র এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) পরিদর্শন।

রাজউকের কাছ থেকে নিতে হয় এমন তিনটি প্রক্রিয়ার সময়ও কমিয়ে আনা হয়েছে। সংস্থাটির কাছ থেকে ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র নিতে আগে যেখানে ৪৫ দিন সময় লাগত, এখন তা সর্বোচ্চ সাত কর্মদিবসে নামিয়ে আনা হয়েছে। প্রকল্পের ছাড়পত্র ও ভবন নির্মাণের অনুমোদন এখন ১০৫ দিনের বদলে সর্বোচ্চ সাত কর্মদিবসেই পাওয়া যাবে। ভবন নির্মাণ সম্পন্ন ও অকুপেন্সির অনুমতির আবেদন আগের ২১ দিনের পরিবর্তে এখন পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যেই জমা দেওয়া যাবে।

ভবন নির্মাণের জন্য সিডিএর দুটি প্রক্রিয়ার সময়ও সংস্কারের মাধ্যমে কমিয়ে আনা হয়েছে। সংস্থাটির কাছ থেকে ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র আগের ৫০ দিনের পরিবর্তে এখন সর্বোচ্চ সাত কর্মদিবসেই মিলবে। আর ভবন নির্মাণের অনুমতি পাওয়া যাবে আগের ১০৫ দিনের বদলে সর্বোচ্চ সাত কর্মদিবসে।

৩. বিদ্যুৎ সংযোগ

বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তির ভোগান্তিও কমানো হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে আগে ১২৫ দিন লাগত। এখন সেটা কমে ২৮ দিনে নেমে এসেছে।

ঢাকার ক্ষেত্রে সাব স্টেশনের যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ঠিকাদার নিয়োগ, যন্ত্রপাতি পরীক্ষা এবং তা স্থাপনের ব্যয় আগের ১৮ লাখ টাকা থেকে কমিয়ে ১২ লাখ ৩৮ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়েছে। চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে এ ব্যয় ১৪ লাখ টাকা থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে ১২ লাখ ৩৮ হাজার ৫০০ টাকায়। চট্টগ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে বিপিডিবিতে আবেদন জমা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অপেক্ষার জন্য আগে ব্যয় হতো ৩ লাখ ৮১ হাজার ৬৭৮ টাকা। এখন সেটি ২ লাখ ৫৮ হাজার টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে।

শিল্প সংযোগের ক্ষেত্রে বর্তমানে পাইলটভিত্তিক দুই ধাপে এবং সাতদিনে সংযোগ দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর অর্থ হলো বিনিয়োগকারীরা আগের চেয়ে অনেক কম সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছেন।

৪. ভূমি নিবন্ধন

ভূমি নিবন্ধনও সহজ করেছে বাংলাদেশ। ভূমি নিবন্ধনের সময় ও খরচ কমিয়ে আনা হয়েছে। ভূমি নিবন্ধনে স্ট্যাম্প ডিউটি সম্পত্তির মোট মূল্যের ৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১.৫ শতাংশ করা হয়েছে। কোম্পানি থেকে কোম্পানিতে জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আলাদা বালাম বই চালু করা হয়েছে। ফলে দলিলের মূলকপি সাত কর্মদিবসের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। কোম্পানি থেকে কোম্পানিতে ভূমি হস্তান্তরের নামজারির ক্ষেত্রেও সময় কমিয়ে সাত কর্মদিবস করা হয়েছে।

নন-এনকাম্ব্র্যান্স সনদ প্রদানের সময় কমিয়ে দুই কর্মদিবস করা হয়েছে। নিবন্ধন ফি ভূমির মূল্যের ২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশ করা হয়েছে। কার্যকর ও দক্ষ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধ ও সম্পত্তি হস্তান্তরের পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হচ্ছে। জমির সীমানা, নকশা ও অন্যান্য তথ্য নিয়ে ইলেকট্রনিক তথ্যভাণ্ডার করা হয়েছে। প্রক্রিয়াও আগের চেয়ে কমানো হয়েছে।

৫. ঋণপ্রাপ্তি

ঋণপ্রাপ্তির সূচকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে দুটি সংস্কার আনা হয়েছে। ঋণগ্রহীতার দুই বছরের ডেটা এখন

২০২২ সালের মধ্যে ইজ অব ডুয়িং বিজনেস র‍্যাংকিংয়ে দুই অংকের মধ্যে আসতে ২টি কমিটি বিশেষভাবে কাজ করছে

২০১৯ সালে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে রপ্তানির সময় ১৬৮ ঘণ্টা থেকে ৩৬ ঘণ্টায় নামিয়ে আনার লক্ষ্য দেওয়া হয়

৩০ হাজার জমি, গ্যাস-বিদ্যুৎসহ সব পরিষেবার ঝামেলাহীন প্রাপ্তি–বিনিয়োগের সত্যিকারের এক তীর্থস্থান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর। উইলমার, আদানি, নিপ্পনের মতো বহুজাতির প্রতিষ্ঠানের চোখ যেমন এ শিল্পনগরে, আগ্রহের কমতি নেই বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্প গ্রুপগুলোর মধ্যেও। দেশি-বিদেশি ১৯ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। অনেকে কারখানা নির্মাণের কাজও শুরু করেছে

ঋণ তথ্য ব্যুরোতে পাওয়া যাচ্ছে। সেই সাথে ঋণ-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার আওতাও বাড়ানো হয়েছে। প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার ৭.১২ শতাংশকে বর্তমানে এর আওতায় আনা হয়েছে। ইজ অব ডুয়িং বিজনেস র‍্যাংকিংয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার।

৬. ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা

ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় শেয়ারহোল্ডার রাইটস ইনডেক্স, ডিসক্লোজার ইনডেক্স, কর্পোরেট ট্রান্সপারেন্সি ইনডেক্স, ওনারশিপ অ্যান্ড কন্ট্রোল ইনডেক্স এবং ডিরেক্টর লায়াবিলিটি ইনডেক্সের সংস্কার আনা হয়েছে। সূচকে উন্নতিতে এসব সংস্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) এক্সটেন্ট অব শেয়ারহোল্ডার রাইটস ইনডেক্স: তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন ব্যতীত, কোম্পানির ৫০ শতাংশের বেশি ট্যানজিবল সম্পদ বিক্রয়ে চুক্তি করা যাবে না।

(খ) এক্সটেন্ট অব ডিসক্লোজার ইনডেক্স: উল্লিখিত কোম্পানি এ ধরনের কোনো চুক্তি করলে চুক্তি সম্পাদনের ৩০ মিনিটের মধ্যে চুক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ-বিষয়ক তথ্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) ও স্টক এক্সচেঞ্জকে অবহিত করতে হবে। সেই সাথে আলোচ্য সম্পদের বর্ণনা এবং কোনো স্বার্থের সংঘাত হলে তার ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করে দুটি বহুল প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকে প্রচার করতে হবে।

(গ) এক্সটেন্ট অব ওনারশিপ অ্যান্ড কন্ট্রোল ইনডেক্স: সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স ১৯৬৯-এর ধারা ২সিসি-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারিকৃত কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড এবং অন্যান্য আদেশ ও নোটিফিকেশনের বিধানসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে পরিপালন করতে হবে। অন্যথায় পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানির বিরুদ্ধে, স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে তালিকাচ্যুতি বা লেনদেন স্থগিতের মতো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

(ঘ) এক্সটেন্ট অব কর্পোরেট ট্রান্সপারেন্সি ইনডেক্স: তালিকাভুক্ত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে কোনো পরিচালকের নিয়োগ বা পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের জীবনবৃত্তান্তে তার প্রধান কাজ এবং অন্যান্য কোম্পানিতে সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি প্রকাশ করতে হবে।

(ঙ) এক্সটেন্ট অব ডিরেক্টর লায়াবিলিটি ইনডেক্স: কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর সেকশন ২৩৩ অনুযায়ী পরিচালকদের কোনো অন্যায্য কাজের জন্য শেয়ারহোল্ডাররা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

এছাড়া কোম্পানি আইন সংশোধন করে সাধারণ সভা আহ্বানের সময় ১৪ দিন থেকে বাড়িয়ে ২১ দিন করা হয়েছে। পাশাপাশি কোম্পানি আইন সংশোধন করে ৫ শতাংশ শেয়ারের অংশীদারদের সাধারণ সভায় এজেন্ডা দেওয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

৭. সীমান্ত বাণিজ্য

সাধারণ একটা ধারণা আছে, ব্যবসা সহজীকরণ নির্ভর করে সীমান্ত বাণিজ্যের ওপর এবং এর দায়িত্ব বোধহয় বন্দরের। যদিও সীমান্ত বাণিজ্য হচ্ছে ১০টি সূচকের মধ্যে একটি। সূচকটির অধীনে যেসব কার্যক্রম আছে, সেগুলোও বন্দরের একার নয়। এর সাথে কাস্টমসও জড়িত।

র‍্যাংকিংয়ে অন্ততপক্ষে ৯৯-এর মধ্যে আসতে হলে এই সূচকের কোন উপসূচকে কী ধরনের সংস্কার প্রয়োজন তার একটা রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। এসব সংস্কারের দায়িত্ব বন্দরের যেমন রয়েছে, একইভাবে আছে কাস্টমসেরও। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের সংস্কারের লক্ষ্যমাত্রা আগেই অর্জন করে ফেলেছে। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির কারণে আগের প্রতিবেদনে এর প্রতিফলন সেভাবে হয়নি।

আমদানি-রপ্তানিতে বন্দরে নথিগত কাজ সম্পন্ন করতে কী পরিমাণ সময় ও খরচ হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে সীমান্ত বাণিজ্য নির্দেশকটি তৈরি করা হয়।

২০১৯ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে রপ্তানির সময় ও রপ্তানির খরচ (বর্ডার কমপ্লায়েন্স ও ডকুমেন্টারি কমপ্লায়েন্স) কমিয়ে আনার নতুন লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়। রপ্তানির সময় (বর্ডার কমপ্লায়েন্স) ১৬৮ ঘণ্টা থেকে ৩৬ ঘণ্টায় নামিয়ে আনার লক্ষ্য দেওয়া হয়। রপ্তানির খরচ (বর্ডার কমপ্লায়েন্স) নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় ৪০৮ ডলার থেকে কমিয়ে ২০০ ডলার। একইভাবে রপ্তানির নথিগত খরচও গড়ে ২২৫ ডলার থেকে ১০০ ডলারে নামিয়ে আনতে বলা হয়।

বিষয়টি নিয়ে বছরব্যাপী কাজ করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। এরপর ২০২০ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাংকের একটি দল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করে। দলটি সেখানে উপস্থিত থেকে কনটেইনার পর্যবেক্ষণ করে রপ্তানির সময় (বর্ডার কমপ্লায়েন্স) লিপিবদ্ধ করে এবং গড় সময় পায় ২২ ঘণ্টা। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে অংশীজনদের সাথেও পরামর্শ করে বিশ্বব্যাংকের দলটি। তারা রপ্তানিতে খরচ (বর্ডার কমপ্লায়েন্স) লিপিবদ্ধ করে ২০০ থেকে ২১০ ডলার। একইভাবে রপ্তানিতে নথিগত খরচ পাওয়া যায় ৮০ থেকে ১০০ ডলারের মধ্যে।

তবে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের (গার্মেন্ট ও অটো-পার্টস) এইচএস কোড (পণ্যের পরিচিতি নম্বর) বিশেষ করে অটো-পার্টসের এইচএস কোড নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি আছে। এর একটা নিষ্পত্তি চায় বিডা ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ।

সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ২৯ অক্টোবর সব অংশীজনকে নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার, বিকডা, ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং চিটাগং চেম্বারের প্রতিনিধিরা অংশ নেন বৈঠকে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে রপ্তানির সময় ও খরচ চূড়ান্ত করা হয়। সেই সাথে এও বলা হয়, রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোন পণ্যটি বিবেচনায় নেওয়া হবে, এইচএস কোডজনিত সমস্যার কারণে সেটি পরিষ্কার নয়। তবে তৈরি পোশাককে এক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হয়।

(ক) রপ্তানি সময়

রপ্তানির ক্ষেত্রে কয়েকটি ধাপে সময় ব্যয় হয়। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, উৎপাদিত পণ্য কারখানায় মোড়কজাতকরণ ও পরিবহনে তুলতে সময় লাগে ২ ঘণ্টা। কারখানা ঢাকায় হলে সেখান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের অফ-ডকে পৌঁছাতে লাগে আরো ১০ ঘণ্টা। তবে কারখানা যদি চট্টগ্রামে হয়, সেক্ষেত্রে সময় লাগে ৩ ঘণ্টা। অফ-ডক থেকে কনটেইনারে তুলতে দরকার হয় ২৪ ঘণ্টা। এরপর অফ-ডক থেকে কনটেইনারটি বন্দরের গেট পর্যন্ত নিতে ২ থেকে ৪ ঘণ্টা ব্যয় হয়। আর বন্দরের গেট থেকে জাহাজে তুলতে লাগে ২২ ঘণ্টা। অর্থাৎ ঢাকার কারখানা থেকে পণ্য এনে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজীকরণ পর্যন্ত সময় প্রয়োজন হয় ৬৪ থেকে ৬৮ ঘণ্টা এবং চট্টগ্রামের কারখানার ক্ষেত্রে ৫৭ থেকে ৬১ ঘণ্টা।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় তা হলো পুরো প্রক্রিয়াটি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের একার বিষয় নয়। কারখানা কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে পরিবহন মালিক, শ্রমিকসহ আরো কয়েকটি পক্ষ এর সাথে সম্পৃক্ত। বন্দরের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে কেবল গেট থেকে জাহাজীকরণ পর্যন্ত অংশটুকু। সেই জায়গাটিতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম সময় নিচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

(খ) রপ্তানি ব্যয়

পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে খরচ (বর্ডার কমপ্লায়েন্স) হয় মূলত পাঁচ ধাপে। এর মধ্যে একটি হলো ট্রাক থেকে পণ্য নামিয়ে অফ-ডকের গুদামে রাখা। প্রতি ৫০০ কার্টন ৩ টাকা হিসাবে ১৫ মেট্রিক টন পণ্যে এ বাবদ খরচ হয় গড়ে ১ হাজার ৫০০ টাকা বা ১৭ দশমিক ৮৫ ডলার। ল্যান্ডিং বাবদ প্রতি মেট্রিক টন ২০৭ টাকা হিসাবে ১৫ মেট্রিক টনে খরচ হয় ৩ হাজার ১০৫ টাকা বা ৩৬ দশমিক ৯ ডলার। অফ-ডক থেকে কনটেইনারজাত করতে ব্যয় হয় ৪ হাজার ৫০০ টাকা বা ৫৩ দশমিক ৬ ডলার। আর বন্দরের গেট থেকে জাহাজীকরণে খরচ হয় ৬৫ ডলার। সবমিলিয়ে খরচ দাঁড়ায় ১৭৩ দশমিক ৩৫ ডলার, যা লক্ষ্যমাত্রা ২০০ ডলারের অনেক কম। তবে এ খরচের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ পায় ৬৫ ডলার এবং এটা নির্দিষ্ট। এই হিসাব বিবেচনায় নিলে বন্দর বাবদ রপ্তানি খরচ (বর্ডার কমপ্লায়েন্স) বিশ্বব্যাংকের হিসাবের চেয়ে অনেক কম। কারণ ডুয়িং বিজনেস ২০২০ প্রতিবেদনে রপ্তানি খরচ (বর্ডার কমপ্লায়েন্স) দেখিয়েছে ৪০৮ ডলার।

(গ) নথি প্রক্রিয়াকরণ ব্যয়

নথি প্রক্রিয়াকরণ বাবদ মোট ছয় ধাপে ফি নেওয়া হয়। এগুলো হলো বিল অব এক্সপোর্ট, অফ-ডকের অনুমতি গ্রহণ, ইমেইল বা ফটোকপি, বাংলাদেশ ব্যাংক, ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) এবং অন্যান্য। সবমিলিয়ে রপ্তানির ক্ষেত্রে নথি প্রক্রিয়াকরণ বাবদ থোক হিসেবে ৫ হাজার টাকা বা ৫৯ ডলার আদায় করা হয়। ১০০ ডলারের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এ ব্যয় অর্ধেকের কিছু বেশি। তবে সর্বশেষ প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক এ খাতে খরচ হিসাব করেছে ২২৫ ডলার। তবে এখানেও অমীমাংসিত একটা ইস্যু আছে এবং তা হলো সিঅ্যান্ডএফের কমিশন এই খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি বাইরে থাকবে।

সংস্কার শুরু বাকি তিন সূচকেও

কর পরিশোধ, চুক্তি বাস্তবায়ন ও দেউলিয়াত্বের সমাধান-এই তিন সূচকে সংস্কার গত বছর করা সম্ভব হয়নি। তবে চলতি বছর এসব সূচকের সংস্কারকাজ শুরু হয়েছে এবং বিশ্বব্যাংকের কাছে জমা দেওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতিমধ্যেই কর্পোরেট করের হার ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩২ দশমিক ৫ শতাংশ করেছে। অনলাইনে আয়কর বিবরণী এবং কর সংশোধন পদ্ধতি আগামী বছর থেকে চালু ও অনলাইনে কর পরিশোধ ব্যবস্থায় ই-পেমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একজন জেলা যুগ্ম জজ অথবা সিনিয়র সহকারী জজকে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। ডেডিকেটেড কোর্ট করে ডিজিটাইজেশনের আওতায় এনে পরবর্তীতে একে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্য রয়েছে। এর একটা হবে ঢাকায় এবং আরেকটি চট্টগ্রামে। তবে দীর্ঘমেয়াদে আইন করে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আলাদা কোর্ট করার পরিকল্পনা রয়েছে আইন মন্ত্রণালয়ের। কারণ আইএফসির হিসাবে একটা মামলা শেষ হতে গড়ে ১ হাজার ৪০০ দিনের বেশি সময় লাগে। অথচ ১ হাজার ৩০০ দিনের বেশি সময় লাগলে সূচকে কোনো নম্বর পাওয়া যায় না। তাই এটাকে ৬০০ দিনে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সক্ষমতা বেড়েছে। একইসাথে দক্ষতাও বেড়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের। দীর্ঘসূত্রতা কমেছে পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের। পণ্যের জাহাজীকরণ, ছাড়করণ সবকিছুতেই সময় লাগছে আগের চেয়ে কম। হ্রাস পেয়েছে রপ্তানি খরচও, ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে যা ভূমিকা রাখছে

কোম্পানি আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেউলিয়া-বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ সংশোধনের নিমিত্ত এবং তাতে কার্যকর পুনর্গঠনের বিধান প্রবর্তন, দেউলিয়াত্ব কার্যক্রমে পাওনাদারদের অধিকার বাড়ানো ও দেনাদারদের সম্পত্তির প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে আইন সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। এর দায়িত্বে আছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। আইএফসি ও বিডা এতে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে।

এর বাইরে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষায় সিকিউরড ট্রানজেকশন অ্যাক্ট নামে নতুন একটি আইন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটির দায়িত্বে আছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক। ছোট উদ্যোক্তারা যাতে অস্থাবর সম্পদ জামানত রেখে ঋণ নিতে পারেন, সেজন্যই আইনটি করা হচ্ছে।

শেষ কথা

ডুয়িং বিজনেস পদ্ধতিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, ডেটা ব্যাখ্যার সময় যেগুলো বিবেচনার দাবি রাখে। প্রথমত, অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই প্রধান ব্যবসায়িক শহরটির তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অনেক সময় তা দেশটির অন্যান্য অংশের প্রতিনিধিত্ব করে না। দ্বিতীয়ত, ডেটা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাধারণত নির্দিষ্ট আকারের লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানিকে বিবেচনায় নেওয়া হয়, যা অন্যান্য ব্যবসাকে ঠিক প্রতিনিধিত্ব করে না। সর্বোপরি সূচকে স্কোরিং করা হয় অনেকটা ধারণার ভিত্তিতে। বিভিন্ন সূচকে সময়-সংক্রান্ত যে প্রশ্ন, রেসপনডেন্টরা তার উত্তর দিয়ে থাকেন নিজের বিবেচনার ভিত্তিতে।

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কোনো দেশে ব্যবসার পরিবেশ কেমন তা নির্ধারণে ইজ অব ডুয়িং বিজনেস এখন সর্বজনগ্রাহ্য ইনডেক্স। কোনো দেশে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে বিনিয়োগকারীদের সহায়তা করে এই ইনডেক্স। বাংলাদেশেও বিনিয়োগকারীরা যাতে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হন, সেজন্য নানা সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে ব্যাপক পরিসরে কাজ করছে সরকার। সংস্কারের যে পরিকল্পনা এবং এখন পর্যন্ত তার যে বাস্তবায়ন, তাতে বলা যায় সহজে ব্যবসা করার র‍্যাংকিংয়ে বড় উল্লম্ফনের পথেই আছে বাংলাদেশ।

তবে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের র‍্যাংকিংও প্রকাশ এবং তা প্রচার করতে হবে। অনেক দেশ সেটি করছেও। বাংলাদেশেও তৃতীয় পক্ষের কোনো প্রতিষ্ঠানকে র‍্যাংকিং প্রকাশ ও প্রচারের দায়িত্বটি দেওয়া যেতে পারে। একই সাথে তারা বিশ্বব্যাংকের র‍্যাংকিংয়ের বেঞ্চমার্কিংগুলো অন্য দেশের সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিয়েও কাজ করবে। সুযোগ রয়েছে রেসপন্ডেন্টদের নিয়ে কাজ করারও।

জিনারুল ইসলাম
সাংবাদিক

ব্যবসা সহজীকরণ একক কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়

ইজ অব ডুয়িং বিজনেস র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নয়নে নানা সংস্কারকাজ চালাচ্ছে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা। এসব সংস্কারকাজে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সমন্বয়কের ভূমিকায় আছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)। কীভাবে তারা সমন্বয়ের কাজটি করছে? এসব সংস্কারের ফলাফলই বা কী হতে পারে? বন্দরবার্তার সাথে একান্ত আলাপচারিতায় এসব নিয়েই খোলামেলা কথা বলেছেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাজুল হক ও জিনারুল ইসলাম।

ইজ অব ডুয়িং বিজনেস র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে নিতে বিশ্বব্যাংকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে বিডা। এ নিয়ে বিশ্বব্যাংকের কাজের ধরন সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

ইজ অব ডুয়িং বিজনেস নিয়ে কাজ করার কাঠামোবদ্ধ কিছু পদ্ধতি আছে। এজন্য বিশ্বব্যাংক একটা ছক তৈরি করেছে। প্রথমে তারা ১০টি সূচক নির্ধারণ করেছে। সারাদেশ থেকে এসব সূচকের তথ্য নিতে গেলে কর্মযজ্ঞটা অনেক বড় হয়ে যায়। তাই তারা লোকাল জুরিসডিকশনটা কমিয়ে এনেছে। কোনো কোনো দেশে তারা একটা শহরকে বেছে নিয়েছে, যেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অনেক বেশি হয়। কোনো কোনো দেশে আবার ব্যবসা-বাণিজ্য বেশি হয় এমন একাধিক শহরকে বেছে নিয়েছে। বাংলাদেশেও দুটি শহর-ঢাকা ও চট্টগ্রামকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। ঢাকাকে বেছে নেওয়ার কারণ হলো এটা দেশের রাজধানী এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও এখানেই সবচেয়ে বেশি হয়। আর চট্টগ্রাম যেহেতু বাণিজ্যিক রাজধানী এবং দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরের অবস্থান সেখানে তাই দ্বিতীয় শহর হিসেবে এটাকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেকটা সূচকে আবার কিছু অ্যাসাম্পশনের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক অনুমোদন করেছে। অ্যাসাম্পশনগুলো আসলে অনেক ছোট। আমরা রেসপন্ডেন্টদের এটা বোঝানোর চেষ্টা করি যে, এইটুকু আপনার ক্ষেত্র এবং এর মধ্য থেকে উত্তরটা দেবেন। কিন্তু তারা অনেক সময় আরো বড় পরিসরে উত্তর দিয়ে দেন। কিন্তু র‍্যাংকিংয়ে যারা এগিয়ে আছে, তারা একটা টার্গেট গ্রুপ করে নিয়েছে এবং তাদের মাধ্যমেই উত্তরগুলো দেয়।

ইজ অব ডুয়িং বিজনেস নিয়ে সমন্বয়ক হিসেবে বিডা কীভাবে ভূমিকা রাখছে?

ইজ অব ডুয়িং বিজনেসের বিষয়টি আসলে সমগ্র সরকারের। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা এর সাথে জড়িত। একক কোনো প্রতিষ্ঠানের বিষয় এটি নয়। কিন্তু কোনো একটা প্রতিষ্ঠানকে যদি দায়িত্ব দেওয়া না হয় তাহলে সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সে কারণে বিডাকে এই দায়িত্বটি দেওয়া হয়েছে। এবং বিডা ইজ অব ডুয়িং বিজনেসের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে। ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাংকের ডুয়িং বিজনেস ইনডেক্সে ব্যবসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারকাজে যে ২০টি দেশ সবচেয়ে ভালো করেছে বাংলাদেশ ছিল সেগুলোর একটি। ওই বছর র‍্যাংকিংয়ে আট ধাপ এগিয়ে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৬৮তম স্থানে উঠে আসে। এটা বিডার একটা বড় অর্জন বলে আমি মনে করি। ২০১৯ সালের রিপোর্টে তিনটি সূচকে আমরা উন্নতি করতে পেরেছিলাম। যদিও পাঁচটি সূচকের সংস্কার আমরা জমা দিয়েছিলাম। গত বছর আমরা অনেক কাজ করেছি এবং ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সাতটি সূচকে অনেকগুলো সংস্কার জমাও দিয়েছি। ফলে আমাদের আশা ছিল ১৬৮ থেকে আমরা র‍্যাংকিংয়ে আরো উন্নতি করতে পারব। আমাদের ধারণা ছিল ১৫০-এর নিচে আমরা নেমে আসার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিশ্বব্যাংকের অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যার কারণে ২০২০ সালে তারা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেনি। সে কারণে এই মুহূর্তে আমরা কততম অবস্থানে আছি তা বলা যাচ্ছে না। যা-ই হোক, ২০২১ এ যাতে আমরা দুই অংকে আসতে পারি, সেই নির্দেশনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দিয়েছেন। সে লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি। এবং আমি বিশ্বাস করি, বিডার এ কার্যক্রমের ফলে আমাদের যে বিনিয়োগকারী আছেন, তারা এর সুফল পেতে শুরু করেছেন।

আমরা শুধু ঋণপ্রাপ্তি, চুক্তি বাস্তবায়ন ও দেউলিয়াত্বের সমাধান সূচকে গত বছর কোনো সংস্কার করতে পারিনি। এবার আমরা এগুলোর সংস্কারে হাত দিয়েছি। এবং আগামী বছর আমরা দুই অংকের ঘরে থাকতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।

বিনিয়োগ সহজ করতে এ-সংক্রান্ত সেবাগুলোকে এক ছাতার নিচে আনতে কাজ করছে বিডা। ওয়ানস্টপ সার্ভিসে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ১৫০টির বেশি সেবা সংযুক্ত করার লক্ষ্য রয়েছে। এখন পর্যন্ত এর অগ্রগতি কী?

বর্তমান যুগটাই প্রযুক্তির, বিশেষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তির। বিডা এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বরং অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ২০১৮ সালে ওয়ানস্টপ সার্ভিস আইন পাস হয়। এরপর ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিডা ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১৮টি সেবা আমরা অনলাইনের মাধ্যমে দিতে পারতাম। এবং এটা ই-পেমেন্ট এনাবল্ড। অর্থাৎ যে সেবাটি কেউ নিচ্ছেন, তার ফি-ও তিনি অনলাইনেই জমা দিতে পারছেন। ২০২০ সালে আমরা আরো ২৩টি সেবা এই প্লাটফরমে যুক্ত করেছি। সবমিলিয়ে এখন মোট ৪১টি সেবা অনলাইনে দিতে পারছি আমরা। আশা করছি, জানুয়ারির মধ্যেই আমরা ১৫০টি সেবা দিতে পারব। এটা আমাদের আরেকটি বড় অর্জন।

প্রাথমিকভাবে হিসাব করা হয়েছিল, ৩৫টি সংস্থার ১৫০টি সেবা এই একক প্লাটফরম থেকে দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু এখন দেখছি সংস্থার সংখ্যা আরো বাড়বে। কারণ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এর সাথে যুক্ত হচ্ছে। যেমন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমাদের একটা সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। দুটি সেবা দেয় তারা, তাদের সদস্যপদ ও কান্ট্রি অব অরিজিন। চট্টগ্রাম চেম্বার ও মেট্রোপলিটন চেম্বারও আগ্রহ দেখিয়েছে, তারাও আমাদের সাথে যুক্ত হতে চাইছে।

ফলে ডিজিটাল যুগে এই ডিজিটাল সেবাগুলো যখন আমরা দিতে পারব তখন বিডার কাজের যে গতি, বিডার যে মূল লক্ষ্য বিনিয়োগ বাড়ানো, সেটি বাড়বে বলে আমি মনে করি।

২০২০ সালের র‍্যাংকিংয়েও বাংলাদেশ আট ধাপ এগিয়ে ৬৮তম স্থানে উঠে এসেছে। কীভাবে এটা সম্ভব হলো?

এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের বড় একটা ভূমিকা আছে; যেমন ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)। তারা আমাদের সাথে কাজ করছে এবং প্রত্যেকটি সূচকের অ্যাসাম্পশনগুলো ধরে কী কী কাজ করতে হবে; কী কী উন্নতি করার সুযোগ আছে; কোনগুলো আশু করতে হবে, কোনগুলো মধ্যমেয়াদে করতে হবে এবং কোনগুলো দীর্ঘমেয়াদে করতে হবে-সে ধরনের একটি পরিকল্পনা তাদের সাথে বসে আমরা করে নিয়েছি। সে পরিকল্পনা অনুসারেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি। যেমন গত বছর আমরা যে কৌশলটা নিয়েছিলাম, তা হলো কিছু সংস্কার আছে যেগুলো খুব কম পরিশ্রমে ও কম খরচে করা যায়। সেগুলো সামনে রেখে সাতটি সূচকে আমরা সংস্কার জমা দিয়েছি। মোটকথা, একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও তার ভিত্তিতে কৌশল অবলম্বন করে এটি করছি আমরা। এবং এই কৌশল অবলম্বন করেই আমরা ভবিষ্যতেও এগিয়ে যাব।

এখানে দুটি কমিটির কথা স্বীকার করতেই হবে। তারা আমাদেরকে যথেষ্ট সহায়তা করছে। একজন ব্যক্তির কথাও আমি বলব এবং তিনি হচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান এমপি। কারণ, উনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এখানে। ব্যবসার ক্ষেত্রে তার বিশাল ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতা আছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে তার দিকনির্দেশনা ও সহায়তা আমাদের কাজে লেগেছে।

> *ইজ অব ডুয়িং বিজনেসের বিষয়টি আসলে সমগ্র সরকারের। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা এর সাথে জড়িত। একক কোনো প্রতিষ্ঠানের বিষয় এটি নয়। কিন্তু কোনো একটা প্রতিষ্ঠানকে যদি দায়িত্ব দেওয়া না হয় তাহলে সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।*

যে দুটি কমিটি ইজ অব ডুয়িং বিজনেস নিয়ে কাজ করছে, তার একটি হচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে ন্যাশনাল কমিটি ফর মনিটরিং ইমপ্লিমেন্টেশন অব ইজ অব ডুয়িং বিজনেস রিফর্মস (এনসিএমআইডি)। সংশ্লিষ্ট সব সচিব এর সদস্য হিসেবে আছেন। সাচিবিক দায়িত্বে আছে বিডা। এই মহামারির মধ্যেও ভার্চুয়ালি দুই মাস অন্তর নিয়মিত বৈঠক করে যাচ্ছি আমরা।

আরেকটি হলো অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি। মহামারির মধ্যেও ভার্চুয়ালি এই কমিটির একটা সভা করতে সক্ষম হয়েছি। সব মন্ত্রী এর সদস্য হিসেবে আছেন। বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে আমি এর সদস্য সচিব। ওখান থেকে আমরা নির্দেশনা পাচ্ছি। অর্থমন্ত্রী মহোদয় চমৎকার কিছু নির্দেশনা আমাদেরকে দিয়েছেন। কাজের একটা চমৎকার ধরন তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। কৌশলগত এসব কাজের ফলে আমি মনে করি আগামী বছর আমরা অনেক দূর এগোব।

২০২১ সালে র‍্যাংকিংয়ে দুই অংকের ঘরে অবস্থান করে নেওয়ার লক্ষ্য ধরা হয়েছে। এজন্য ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে এজন্য লক্ষ্যও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। অন্য সংস্থাগুলোর অগ্রগতি এক্ষেত্রে কেমন?

চট্টগ্রাম বন্দরের পাশাপাশি অন্য সংস্থাগুলোর অগ্রগতিও আশাব্যঞ্জক। তারাও ভালো কাজ করছে। প্রথম থেকে যদি বলি তাহলে বিজনেস শুরুর ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি হয়েছে। ব্যবসা শুরু করতে গেলে বেশকিছু সার্টিফিকেশন লাগে। এগুলোর জন্য আসলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। এ সময় কমানোর জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এর সাথে জড়িত। এসব প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন আমাদের সাথে যুক্ত না হলেও এখান থেকে নিবন্ধনের জন্য যেসব আবেদন যায়, সেগুলো তারা দুদিনের মধ্যে করে দেয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের যে ছাড়পত্র লাগে সেটাও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদানের কথা আমরা বলে দিয়েছি। এবং তারা এরই মধ্যে আমাদের সাথে অনলাইনে যুক্ত হয়ে গেছে। এর ফলে পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়ার সময়ও কমে যাবে।

ভবন নির্মাণের যে সূচক, সেখানেও অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এগুলো যেহেতু ওয়্যারহাউস, অর্থাৎ কম ঝুঁকিপূর্ণ ভবন তাই অনেকগুলো সার্টিফিকেশন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রক্রিয়া, সময় এবং অর্থ-সবই সাশ্রয় হবে।

জমি নিবন্ধনের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে জমির নিবন্ধন ও নামজারির সময় অনেক কমে যাবে। এছাড়া কোম্পানি থেকে কোম্পানিতে জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও আলাদা বালাম বই করে দেওয়া হয়েছে। শুধু ঢাকা কিংবা চট্টগ্রাম নয়, সারা দেশের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য।

যে তিনটি সূচকের ওপর গত বছর আমরা কাজ করতে পারিনি এ বছর তা শুরু করেছি এবং ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একজন জেলা যুগ্ম জজ অথবা সিনিয়র সহকারী জজকে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। ডেডিকেটেড কোর্ট করে ডিজিটাইজেশনের আওতায় এনে এটিকে আরো শক্তিশালী করা হবে। এর একটা হবে ঢাকায় এবং আরেকটি চট্টগ্রামে। তবে দীর্ঘমেয়াদে আইন করে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আলাদা কোর্ট করার পরিকল্পনা আইন মন্ত্রণালয়ের আছে। এটার দরকার আছে। কারণ আইএফসির হিসাবে একটা মামলা শেষ হতে গড়ে ১৪০০ দিনের বেশি লাগে। অথচ ১৩০০ দিনের বেশি হলে কোনো নম্বর পাওয়া যায় না। তাই এটাকে আমরা ৬০০ দিনে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি।

দেউলিয়াত্ব সমাধানে আমরা দেউলিয়াত্ব আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এটা করছে। আইএফসিসহ বিডা এতে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। সিকিউরড ট্রানজেকশন অ্যাক্ট নামে আমরা নতুন আরেকটি আইন করার উদ্যোগ নিয়েছি। এটিও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে করা হচ্ছে। ছোট উদ্যোক্তারা যাতে মুভেবল প্রপার্টি জামানত হিসেবে রেখে ঋণ নিতে পারেন, সেজন্যই আইনটি করা হচ্ছে।

আমি বিশ্বাস করি, সবগুলো সূচকে পরিকল্পিতভাবে কাজ করে আমরা আরো এগোতে পারব এবং অন্য সংস্থাগুলো আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করছে। আমি বলব, সরকারি সংস্থাগুলো এখন ইজ অব ডুয়িং বিজনেসের ব্যাপারে পুরোপুরি প্রস্তুত আছে। তবে একটা কাজ এখনো বাকি আছে। সেটা আমরা শুরু করলেও মহামারির কারণে অতটা কার্যকরভাবে করতে পারিনি। কাজটা হলো যাদের জন্য এই সংস্কার, তাদেরকে অবহিত করা। এজন্য আমরা তাদেরকে নিয়ে কর্মশালা করব। ফিজিক্যালি না করা গেলেও হয়তো ভার্চুয়ালি করব।

মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

বন্দরবার্তাকেও ধন্যবাদ।

আলোকপাত ২০২০: করোনাক্রান্ত বছরে বাংলাদেশের মেরিটাইম খাত

পুরনো বছরকে ইতিহাসের পাতায় ঠেলে দিয়ে আসে নতুন বছর। এর মধ্যেই তৈরি হয় ছোট-বড় হাজারো খবর। কোনোটা সুখের, কোনোটা উদ্বেগের। কোনোটা কালের অতলে হারিয়ে যায়। কোনোটা আবার চিনিয়ে দেয় আগামীর পথরেখা। চিরন্তন ছাপ রেখে যায় মনোজগতে, অমোঘ হয়ে থাকে স্মৃতিতে। অস্বাভাবিকতার বছর ২০২০ সালে বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতে তৈরি হওয়া এমন কিছু খবরের ওপর আলোকপাত করেছে বন্দরবার্তা।

জানুয়ারি

চট্টগ্রাম বন্দরে করোনা সতর্কতা

জানুয়ারি, ২০২০। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ তখনো ব্যাপক মাত্রা পায়নি। বাংলাদেশেও ততদিনে করোনা রোগী শনাক্ত হয়নি। তার আগেই এক জরুরি সভা থেকে করোনা সতর্কতা জারি করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। সমুদ্রগামী জাহাজের মাধ্যমে ভাইরাসটি যাতে দেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্যই এই সতর্কতা। এর অংশ হিসেবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত নাবিকের পরিচর্যায় বন্দর হাসপাতালের বিশেষ দল প্রস্তুত রাখা হয়। এছাড়া কোনো জাহাজ বহির্নোঙরে আসার সাথে সাথে এ বিষয়ে ঘোষণা প্রদানের জন্য জাহাজের ক্যাপ্টেন ও এজেন্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়। বন্দরে আগত জাহাজে করোনা আক্রান্ত নাবিক থাকলে জাহাজ বন্দরের জলসীমায় আসার সাথে সাথে মাস্টারকে তা জানিয়ে দিতে বলা হয়। আর পূর্ব এশিয়া থেকে আসা জাহাজগুলোর নাবিকদের শতভাগ স্ক্যানিং বাধ্যতামূলক করা হয়। স্ক্যানিংয়ের পর নিরাপদ ঘোষিত হলেই বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত নিজ কক্ষে বা ঘরে অবস্থান, অন্যের সংস্পর্শ পরিহার, সংক্রমণ প্রতিরোধে মাস্ক ব্যবহার ও কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে চট্টগ্রমা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

ফেব্রুয়ারি

অপেক্ষমাণ 'কনটেইনার জাহাজ' শূন্য চট্টগ্রাম বন্দর

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০। চট্টগ্রাম বন্দরের চিরচেনা বহির্নোঙরের অন্যরকম দৃশ্য। অপেক্ষমাণ কোনো কনটেইনার জাহাজ নেই। অর্থাৎ কনটেইনারবাহী জাহাজের গড় অপেক্ষমাণ সময় 'শূন্য দিন', চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য যা বড় অর্জন। এটা সম্ভব হয়েছে বন্দরে নতুন ১০টি কি গ্যান্ট্রি ক্রেন স্থাপন, নতুন নতুন কনটেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, উন্নত ব্যবস্থাপনা, অটোমেশন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে।

জুলাইয়েও একদিনেই বন্দরের জেটিতে জাহাজ ভিড়েছে। তিনটি কারণে মূলত এটা সম্ভব হয়েছে। একটা কারণ হলো বন্দরে আগের চেয়ে বড় জাহাজ বেশি পণ্য নিয়ে ভিড়েছে। এছাড়া আধুনিক সব যন্ত্রপাতি যোগ হওয়ায় কম সময়ে বেশি পণ্য ওঠানো-নামানো গেছে। করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় আমদানি কমে যাওয়াও এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

১০ বছর পর আবার আন্তর্জাতিক জলসীমায় পণ্য পরিবহন শুরু করেছে বাংলাদেশের পতাকাবাহী কনটেইনার জাহাজ। কর্ণফুলী গ্রুপের প্রতিষ্ঠান এইচআর লাইনসের কনটেইনার জাহাজ 'এমভি সারেরা' ২৩ জুন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার নিয়ে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে যাত্রা করে

আতঙ্ক কাটিয়ে চীন থেকে পণ্য আসা শুরু

করোনাভাইরাস ধরা পড়ার পর জানুয়ারির শুরু থেকে চীনের বন্দরগুলোর কার্যক্রম কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এতে বন্দরের ইয়ার্ডে পণ্যের স্তূপ জমে যায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে থাকায় ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে চীনের বন্দরগুলোও পর্যায়ক্রমে সচল হতে থাকে। তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামাল, অন্য শিল্পের পণ্য এবং ভোগ্যপণ্য আসতে শুরু করে। বন্দরের কার্যক্রম শুরু হওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তি ফেরে আমদানিকারক ও তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকদের মধ্যে। চীনের বন্দরগুলোতে পণ্য জাহাজীকরণ শুরু হওয়ায় আশার আলো দেখতে পান তাঁরা।

এপ্রিল

বন্দরের জট সামলাতে টাস্কফোর্স

স্বাভাবিক অবস্থায় চট্টগ্রাম বন্দরের ইয়ার্ডে ৩০-৩২ হাজার টিইইউস কনটেইনার থাকলেও মে মাসের মধ্যে তা ৫০ হাজার টিইইউস ছাড়িয়ে যায়। অথচ বন্দরের কনটেইনার ধারণক্ষমতা ৪৯ হাজার ১৮ টিইইউ। ধারণক্ষমতা অতিক্রম করে যাওয়ায় বিদেশি জাহাজ থেকে কনটেইনার নামাতে বিপত্তিতে পড়তে হয় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে। আমদানি পণ্যবাহী কনটেইনার নামাতে না পারায় রপ্তানি পণ্য বোঝাই কনটেইনারও জাহাজে ওঠাতে বেগ পেতে হয়। সবমিলিয়ে বন্দরে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ২৬ এপ্রিল এক জরুরি বৈঠকে বন্দর, কাস্টমস, ব্যবহারকারী, পুলিশ, বেসরকারি আইসিডিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। কনটেইনারজট সামলাতে প্রয়োজনীয় যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় টাস্কফোর্সকে। ধীরে ধীরে এর সুফলও আসতে থাকে।

করোনার ভয় জয় করে সচলতায় বন্দর

করোনার কারণে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কনটেইনার খালাস অস্বাভাবিক কমে গিয়েছিল। আমদানিকারকদের অনাগ্রহে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু বন্দর কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় মে মাস থেকে পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যে বন্দর চত্বর থেকে কনটেইনার খালাস নিলে ভাড়ায় ছাড় দেওয়ার ঘোষণার পর খালাসের গতি বেড়ে যায়। ২ মে একদিনেই জাহাজ থেকে ৮ হাজার ৪২০ কনটেইনার ওঠানো-নামানো হয়। যদিও এই পদক্ষেপের আগে বন্দর থেকে কনটেইনার খালাস হতো দৈনিক ১ হাজার ৭০০টির মতো। মে মাস থেকে তা দৈনিক চার হাজারে উন্নীত হয়। আবার প্রতিদিন খালাসের মাধ্যমে জায়গা খালি হওয়ায় কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের প্রবৃদ্ধিও বজায় থাকে। এছাড়া বন্দর সচল রাখতে কর্মীরাও সাধারণ ছুটির মধ্যে পালা করে কাজ চালিয়ে গেছেন।

জুন

আবার বাংলাদেশের পতাকাবাহী কনটেইনার জাহাজ

বাংলাদেশের পতাকাবাহী কনটেইনার জাহাজ শেষবারের মতো আন্তর্জাতিক জলসীমায় গিয়েছিল ২০১০ সালে। এরপর এক দশকের অপেক্ষা। ২০২০ সাল সেই অপেক্ষা অবসানের বছর। কর্ণফুলী গ্রুপের

প্রতিষ্ঠান এইচআর লাইনসের দুটি কনটেইনার জাহাজ আবার আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে বাংলাদেশের পতাকা বহন করে চলেছে। জাহাজ দুটির একটি 'এমভি সারেরা' ২৩ জুন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার নিয়ে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে যাত্রা করে। তার আগে ২১ জুন জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের (এনসিটি) ৪ নম্বর জেটিতে এনে তাতে রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার তোলার কাজ শুরু হয়।

এই গ্রুপের আরেকটি কনটেইনার জাহাজ এমভি সাহারে। দুটি জাহাজই চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার পোর্ট কেলাংয়ে নিয়মিত রপ্তানি পণ্যবোঝাই কনটেইনার পরিবহন করছে। ফিরতি পথে নিয়ে আসছে আমদানি পণ্যবোঝাই কনটেইনার। সেবাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'বাংলাদেশ এক্সপ্রেস সার্ভিস'।

করোনার ধাক্কা সামলে প্রবৃদ্ধিতে চট্টগ্রাম বন্দর

অস্বাভাবিক বছর। করোনার ধাক্কায় বেসামাল সারা বিশ্বের সব খাত। করোনা মহামারির এই ঢেউ চট্টগ্রাম বন্দরেও পড়ে। তবে সেই ধাক্কা সামলে উঠতে খুব বেশি সময় লাগেনি। ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে অর্থাৎ জুন পর্যন্ত কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে পেরেছে বন্দরটি। অর্থবছরটিতে আমদানি-রপ্তানি মিলে মোট ১০ কোটি ১৫ লাখ ৬৫ হাজার ২৭২ টন কার্গো হ্যান্ডলিং করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এর আগের অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৯ কোটি ৮২ লাখ ৪০ হাজার ৬৫৫ টন। এ হিসাবে এবার কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। একই সময়ে বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে ৩০ লাখ ৪ হাজার ১৪২ টিইইউস। আগের অর্থবছর যা ছিল ২৯ লাখ ১৯ হাজার ২৩ টিইইউস। অর্থাৎ কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২ দশমিক ৯ শতাংশ। জাহাজ হ্যান্ডলিংয়েও ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ দশমিক ৭৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির দেখা পেয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মার্চ-জুন সময়ে ৩ হাজার ৬৯৭টি জাহাজ হ্যান্ডলিং হলেও এবার তা বেড়ে হয়েছে ৩ হাজার ৭৬৪টি।

জুলাই

চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ভারতের পরীক্ষামূলক ট্রানজিট

২০১৫ সালের জুনে সমঝোতা স্মারক সই। ২০১৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর ওই বছরের ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে 'এগ্রিমেন্ট অন দ্য ইউজ অব চট্টগ্রাম অ্যান্ড মোংলা পোর্টস ফর মুভমেন্ট অব গুডস টু অ্যান্ড ফ্রম ইন্ডিয়া' চুক্তি সই। ২০১৯ সালের ৫ অক্টোবর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর স্বাক্ষরের পর ২০২০ সালের জুলাইয়ে প্রত্যাশিত সেই ক্ষণের অবসান। এ মাসেই সম্পন্ন হয় চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ভারতের পরীক্ষামূলক ট্রানজিট। ২০২০ সালের ১৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর থেকে এমভি সেঁজুতি জাহাজে চার কনটেইনার পণ্য ওঠানো হয়। এরপর সেখান থেকে জাহাজটি হলদিয়া বন্দরে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের পণ্য বোঝাই করে ১৯ জুলাই রওনা দিয়ে ২১ জুলাই চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছায়। বন্দর ও কাস্টমসের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বন্দর থেকে সড়কপথে চারটি প্রাইম মুভার ট্রেইলারে করে পণ্যের চালানটি আখাউড়া স্থলবন্দরে নেওয়া হয়। ২৩ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় এসব পণ্য গ্রহণ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পণ্য রপ্তানিতে রেকর্ড

জুলাই, ২০২০। কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও পণ্য রপ্তানিতে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে চট্টগাম বন্দর। মাসটিতে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর দিয়ে ৭২ হাজার টিইইউস কনটেইনার পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ পরিমাণ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় তো বটেই, বিগত ১৮ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। করোনার ধাক্কা সামলে ওঠার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এটা। কারণ মহামারি শুরুর পর এপ্রিলে রপ্তানিতে বড় ধরনের ধস নামে। ওই মাসে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পণ্য রপ্তানি হয় মাত্র ১৩ হাজার টিইইউস কনটেইনার। মে মাসে কিছুটা বাড়লেও তা ৩০ হাজার টিইইউস অতিক্রম করেনি। জুন মাসে সেটি আরো বেড়ে ৫০ হাজার টিইইউসে উন্নীত হয়। আর জুলাইয়ে রপ্তানি বেড়ে ৭২ হাজার ৩৫৯ টিইইউসে পৌঁছে যায়। এর মধ্য দিয়ে মহামারির মধ্যেও পণ্য রপ্তানিতে নতুন রেকর্ড গড়ে চট্টগ্রাম বন্দর।

আগস্ট

সোনাদিয়া অধ্যায়ের সমাপ্তি

সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের কথা হচ্ছিল বহুদিন ধরেই। এ লক্ষ্যে 'সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২' নামে আইনের একটি খসড়া নীতিগত অনুমোদনও দেয় মন্ত্রিসভা। ২০১২ সালের ২ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়। এর আট বছর পর মন্ত্রিসভার আরেক বৈঠকে সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর নিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০২০ সালের ৩১ আগস্ট অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইনটি বাতিল করা হয়। এর মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর অধ্যায়ের। এর কারণ হিসেবে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের কথা বলা হয়। কারণ জাপানি সহায়তায় মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। ২০২৪ সালে বন্দরের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করারও লক্ষ্য ধরা হয়েছে।

ব্যস্ত বন্দরের তালিকায় ছয় ধাপ উন্নতি চট্টগ্রামের

লয়েডস লিস্টের ব্যস্ততম ১০০ বন্দরের তালিকায় আরো ছয় ধাপ এগোল চট্টগ্রাম বন্দর। এর ফলে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরটি এখন বিশ্বের ৫৮তম ব্যস্ত বন্দর। ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সংখ্যার হিসাবে শীর্ষ ১০০টি বন্দরের সর্বশেষ তালিকাটি প্রকাশ করেছে লয়েডস লিস্ট। আগের বছরের তালিকাতেও ছয় ধাপ এগিয়েছিল চট্টগ্রাম বন্দর। সেবার বন্দরটির অবস্থান ছিল ৬৪তম। সবমিলিয়ে গত এক দশকে বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দরের তালিকায় ৩০ ধাপ এগিয়েছে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরটি। এই এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের উল্লম্ফন। তবে বন্দরের বিদ্যমান সক্ষমতা ব্যবহারের পাশাপাশি সম্প্রসারণ কাজও এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। পতেঙ্গা টার্মিনাল আগামী বছরেই কার্যক্রমে আসার কথা রয়েছে। সেই সাথে বে টার্মিনাল নির্মাণ হলে ব্যস্ততম বন্দরের তালিকায় চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান আরো উপরের দিকে যাবে।

অক্টোবর

পরামর্শক পেল মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প

২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০। মাতারবাড়ী বন্দর নির্মাণের পথে আরেক ধাপ অগ্রগতি। এদিন দুই পরামর্শক পেয়েছে মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প। জাপানের নিপ্পন কোয়ে যৌথ কোম্পানি এবং জাপানের ওরিয়েন্টাল কনসালট্যান্ট গ্লোবাল কোম্পানি লিমিটেড যৌথ কোম্পানিকে প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে চূড়ান্ত নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পরামর্শক হিসেবে নিপ্পন কোয়ে প্রকল্পের যাবতীয় ডিজাইন, ব্যয় নির্ধারণ, টেন্ডার ডকুমেন্টস তৈরি এবং অবকাঠামোগত নির্মাণের বিষয়গুলো মনিটরিং ও তদারক করবে। পরে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ থেকে শুরু করে বন্দর

২০১৯ সালের লয়েডস লিস্টের ব্যস্ততম ১০০ বন্দরের তালিকায় আরো ছয় ধাপ এগিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর এখন বিশ্বের ৫৮তম ব্যস্ত বন্দর

চালু করে দেওয়ার বিষয়টি সমন্বয় করবে। বন্দর চালু হওয়ার এক বছর পর্যন্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সাপোর্ট দেবে তারা। এজন্য প্রতিষ্ঠানটি পাবে ২৩৪ কোটি টাকা। ওরিয়েন্টাল কনসালট্যান্ট গ্লোবাল কোম্পানি লিমিটেড প্রকল্পের (বন্দর সংযোগ সড়ক অংশ) সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রম-সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করবে। এজন্য ব্যয় হবে ৪৬৬ কোটি টাকা।

ডিসেম্বর

মাতারবাড়ীতে প্রথম জাহাজ

২৯ ডিসেম্বর, ২০২০। নির্মাণাধীন মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের জন্য বিশেষ দিন। প্রথমবারের মতো এদিন পণ্যবাহী জাহাজ ভেড়ে মাতারবাড়ীতে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জেটিতে। ২৯ ডিসেম্বর সকালে কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্পের সরঞ্জাম নিয়ে অস্থায়ী জেটিতে পৌঁছায় সমুদ্রগামী জাহাজটি। মাতারবাড়ীর সাড়ে ১৮ মিটার গভীর চ্যানেল এখনই পণ্যবাহী বড় জাহাজ ভেড়ার উপযোগী হলেও যে জাহাজটি ভিড়েছে, সেটি অপেক্ষাকৃত ছোট। পানামার পতাকাবাহী 'ভেনাস ট্রায়াম্ফ' নামের জাহাজটির দৈর্ঘ্য ১২০ মিটার এবং গভীরতা (ড্রাফট) সাড়ে ৫ মিটার। বঙ্গোপসাগর থেকে মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র পর্যন্ত চ্যানেলটি প্রায় সাড়ে ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই চ্যানেল দিয়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে ৭৩৬ টন পণ্য নিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের অস্থায়ী জেটিতে ভেড়ে জাহাজটি। এসব পণ্য ব্যবহৃত হবে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রে।

মোংলা বন্দরে জাহাজ আগমনে রেকর্ড

বছরের একেবারে শেষ দিনটিতে এসে নতুন রেকর্ড গড়েছে মোংলা সমুদ্রবন্দর। ৩১ ডিসেম্বর রাত পৌনে ৯টার দিকে ১০ নম্বর মুরিং বয়ায় পানামা পতাকাবাহী জাহাজ 'এমভি ওয়াংডা' নোঙর করার মধ্য দিয়ে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যায় বন্দরটি। এ নিয়ে এক মাসেই পণ্যবোঝাই ১১৭টি জাহাজ ভিড়ল, মোংলা বন্দরের ৭০ বছরের ইতিহাসে যা আগে কখনো দেখা যায়নি।

প্রতি বছরই মোংলা বন্দরে আগমনের সংখ্যা ১২০-১৫০টি করে বেড়েছে। সে হিসাবে বন্দরে জাহাজ আগমন এবার এক হাজার ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা। হারবার বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ অর্থবছর মোংলা বন্দরে জাহাজ ভিড়েছিল ৪১৬টি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৮২টি ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬২৪টি। এর পরের বছর জাহাজ আগমনের গতি বেড়ে যায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছর মোংলা বন্দরে জাহাজ ভেড়ে ৭৮৪টি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ সংখ্যা ৯১২টিতে এসে দাঁড়ায়।

বঙ্গবন্ধু টানেলের বড় অগ্রগতি

কর্ণফুলীর তলদেশ দিয়ে টানেল সরকারের জন্য, দেশের জন্য অনেক বড় গর্বের। এই ধরনের টানেল

বঙ্গবন্ধু টানেলের প্রথম টিউবের বোরিং খননকাজ ২ আগস্ট শেষ হয়েছে। ১২ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে টানেলের দ্বিতীয় টিউবের বোরিংয়ের কাজ

বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই প্রথম। বঙ্গবন্ধু টানেল নামে প্রকল্পটির কাজে বড় অগ্রগতি হয়েছে। ২০২২ সালে খুলে দেওয়ার লক্ষ্যে ৬০ শতাংশের বেশি কাজ এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

টানেলের প্রথম টিউবের বোরিং খননকাজ ২ আগস্ট শেষ হয়েছে। ১২ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে টানেলের দ্বিতীয় টিউবের বোরিং। আনোয়ারা প্রান্তের প্রথম টিউব থেকে ১২ মিটার দূরে দ্বিতীয় টিউবটি নির্মাণ করা হচ্ছে।

১০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পটির খনন কার্যক্রম ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৩ দশমিক ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেলটি পতেঙ্গার নেভাল একাডেমি পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে কাফকো ও সিইউএফএল পয়েন্টের মাঝখান দিয়ে কর্ণফুলী নদীর ওপারে গিয়ে উঠবে। মূল টানেলের মধ্যে টিউবের দৈর্ঘ্য ২ হাজার ৪৫০ মিটার। প্রতিটি টিউব ৩৫ ফুট চওড়া ও ১৬ ফুট উঁচু। টিউব দুটির একটি দিয়ে শহর থেকে গাড়ি প্রবেশ করবে। আরেকটি টিউব দিয়ে ওপারে যাবে।

পদ্মা সেতুসহ অন্যান্য মেগা প্রকল্পগুলোও এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে

১০ ডিসেম্বর ২০২০। দুপুর ১২টা ২ মিনিটে ১২ ও ১৩ নম্বর পিয়ারের ওপর বসলো পদ্মা সেতুর শেষ অর্থাৎ ৪১তম স্প্যানটি। দুই পাড় যুক্ত করে পূর্ণ অবয়ব পেল আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হলো বাংলাদেশ, যা দেখল পুরো বিশ্ব। এখন সড়ক ও রেলের স্ল্যাব বসানোর কাজ সম্পন্ন হলেই কাঙ্ক্ষিত এই সেতু দিয়ে যানবাহন ও ট্রেন চলতে পারবে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২৯ জেলার সঙ্গে সারা দেশের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হবে।

মোংলা বন্দর ও বেনাপোল স্থলবন্দরের সাথে রাজধানী ঢাকা এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সবমিলিয়ে পদ্মা সেতু অর্থনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে। বলা হচ্ছে, পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জিডিপিতে ১ দশমিক ২৩ শতাংশ অতিরিক্ত যোগ হবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি বাড়বে ২ দশমিক ৩ শতাংশ।

পদ্মা সেতুর প্রথম স্প্যানটি বসেছিল ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ তিন বছর দুই মাস লেগেছে বাকি ৪০টি স্প্যান বসাতে। পদ্মা সেতু দ্বিতলবিশিষ্ট এবং মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার। সেতুটি তৈরি হচ্ছে স্টিল ও কংক্রিটের মিশ্রণে। স্টিলের স্প্যানের ওপর দিয়ে যানবাহন চলবে। যানবাহন চলাচলের পথটি হবে চার লেনের। স্প্যানের ভেতর দিয়ে চলবে ট্রেন। সেতু দিয়ে ব্রডগেজ ও মিটার গেজ দুই ধরনের ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থাই থাকবে।

শুধু পদ্মা সেতু নয়, সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে সরকারের অন্যান্য মেগা প্রকল্পও। পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩১ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে। মাওয়া-ভাঙ্গা পর্যন্ত রেল লিংকের কাজ শেষ হয়েছে প্রায় ৬০ শতাংশ। আগামী বছরের জুনের মধ্যে বাকি কাজ শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৩১ শতাংশের বেশি ভৌতকাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের রিঅ্যাক্টর, প্রেসার ভেসেলও পৌঁছে গেছে। কাজের গতিও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। এভাবে কাজ হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রকল্পটি শেষ হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে মেট্রোরেল চালুর লক্ষ্য ধরা হয়েছে। সে অনুযায়ী কাজও চলছে। নভেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ছিল ৫৩ শতাংশের বেশি।

১০ ডিসেম্বর ১২ ও ১৩ নম্বর পিয়ারের ওপর বসানো পদ্মা সেতুর শেষ অর্থাৎ ৪১তম স্প্যান। পদ্মা সেতুর প্রথম স্প্যানটি বসেছিল ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর

নাবিক বদলের সুযোগ দিতে ইন্টারকার্গোর আহ্বান

করোনাভাইরাসসৃষ্ট মহামারির কারণে চার্টারারদের অনেকেই নাবিক বদলের সুযোগ দিচ্ছে না। ফলে জাহাজে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থানরত নাবিকরা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। বাল্ক সেক্টরের প্রতিনিধিত্বকারী বাণিজ্য সংগঠন ইন্টারকার্গো এ পরিস্থিতিতে চলমান এ চর্চা বন্ধ করতে সোচ্চার হয়েছে। মহামারির সময়ে সংগঠনটি নাবিক বদলের সুযোগ প্রদানের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে।

সংগঠনটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘ভাড়ার মেয়াদে নাবিক বদলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখার নির্দয় এ চর্চার আমরা তীব্রভাবে নিন্দা জানাচ্ছি। নাবিকদের প্রয়োজনীয় বিশ্রাম প্রদানের ক্ষেত্রে শিল্পসংশ্লিষ্টদের ইতিবাচক প্রচেষ্টার মুখে এ ধরনের চর্চা খুবই উদ্বেগজনক। মহামারির এ সময়ে নাবিকদের বিশ্রাম আরো জরুরি। এছাড়া শিপিং খাতের নিরাপদ পরিচালনার ক্ষেত্রেও তা আবশ্যক।’

ইন্টারকার্গো বলেছে, বেশ কয়েকটি ঘটনা তাদের নজরে এসেছে, যেখানে বাল্ক খাতের চার্টারাররা ভাড়ার মেয়াদে নাবিক বদলের সুযোগ একেবারেই দেয়নি। এমনকি জাহাজ মালিক এ সম্পর্কিত ব্যয় পরিশোধে সম্মত থাকলেও চার্টারাররা এক্ষেত্রে আইনের প্রযোজ্য ধারা এড়িয়ে গেছে।

সংগঠনটি জানিয়েছে, যাত্রা-সম্পর্কিত নির্দেশনাগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাহাজ পরিচালনার জন্য একজন নাবিকের যথেষ্ট বিশ্রাম প্রয়োজন। ভেসেলের নিরাপদ পরিচালনা নিশ্চিতেও এটা জরুরি।

জাহাজের নাবিকদের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ার সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় নাবিক বদলের বিষয়টি এখন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে বাল্ক ক্যারিয়ার প্যাট্রিসিয়া ওলডেনডফের নাবিকরা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ পরে জানায় যে, জাহাজের ২১ জন নাবিকের মধ্যে ২০ জনই ফিলিপাইন থেকে উঠেছিল। অক্টোবরে আকরিক বহনকারী ভেগা ড্রিম এবং কনটেইনার জাহাজ সোফ্রানা সারভিলের নাবিকদের মধ্যে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছিল, যারা বদলি নাবিক হিসেবে ফিলিপাইন থেকে উঠেছিল।

কলম্বোয় জট, কোচিনে ভিড়ছে জাহাজ

শ্রীলংকার কলম্বো বন্দরে জাহাজজট ভারতের কেরালায় অবিস্থত কোচিন বন্দরের ট্রান্সশিপমেন্ট ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি এনেছে। বন্দরকর্মীদের মধ্যে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় কলম্বো বন্দরে জাহাজজট আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। ফলে ট্রান্সশিপমেন্ট কার্গোসহ বেশকিছু মেইনলাইন জাহাজ কলম্বোয় না ভিড়ে কোচিনে ভিড়ছে।

গত নভেম্বরে বেশ কয়েকটি মেইনলাইন জাহাজ কোচিনে ভিড়েছে। আরো কিছু জাহাজ গতিপথ পরিবর্তন করে কলম্বোর পরিবর্তে কোচিনে ভেড়ার আগ্রহ জানিয়েছে। ফলে বন্দরটিতে কনটেইনার হ্যান্ডলিং বেড়েছে। স্বভাবতই রাজস্বে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

ডিপি ওয়ার্ল্ড কোচি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রবীণ জোসেফ টার্মিনালটিতে ট্রান্সশিপমেন্ট ভলিউম ধীরে ধীরে বাড়ছে বলে জানিয়েছেন। চলতি বছরের প্রথম ১০ মাসে এখানে ১৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। মেইনলাইন ভেসেলগুলোর সফল হ্যান্ডলিং আগামীতে কোচিনে ট্রান্সশিপমেন্ট কার্গো আকৃষ্ট করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে জানান তিনি।

আইএমও'র মেরিটাইম সেফটি কমিটির বৈঠক সম্পন্ন

গত নভেম্বরেই শেষ হয়েছে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থার (আইএমও) মেরিটাইম সেফটি কমিটির (এমএসসি) ১০২তম বৈঠক। অধিবেশনে নিরাপদ নাবিক বদলে সহায়ক তথ্য বিনিময়ে সবগুলো পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছেছে। করোনাভাইরাসসৃষ্ট মহামারির প্রকোপে শিপিং শিল্পের জন্য নাবিক বদলের বিষয়টি অন্যতম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সদ্যসমাপ্ত অধিবেশনে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে প্রাপ্য সেবাগুলোয় নাবিকদের প্রবেশাধিকার আরো সহজ করতে একটি বৈশ্বিক লোগো/প্রতীক উন্নয়ন। এছাড়া একটি এমএসসি সার্কুলার প্রণয়নেও বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, যেখানে নিরাপদ নাবিক বদল নিশ্চিতে সুপারিশকৃত প্রটোকল অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অধিবেশনে গৃহীত অন্য সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে নিরাপদ মুরিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নতুন বাধ্যবাধকতা, জ্বালানি হিসেবে মিথাইল/ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন সাময়িক গাইডলাইন, ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়ায় কার্গো বাঁধার নতুন নির্দেশনা ইত্যাদি।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ভেসেল নির্মাণ ডাচ গবেষকদের

নেদারল্যান্ডসের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ভেসেল নির্মাণ করেছেন। একটি মাইক্রো-থ্রিডি প্রিন্টারের মাধ্যমে নির্মিত এ ভেসেলটির দৈর্ঘ্য মাত্র ৩০ মাইক্রোমিটার, যার প্রস্ত মানুষের চুলের এক-তৃতীয়াংশ।

জল বা অন্যান্য তরল পদার্থের মধ্যে চলাচল করতে সক্ষম এমন ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ার্ড পার্টিকেল বা কণা-বিষয়ক এক অনুসন্ধান পরিচালনার সময় গবেষকরা এ ভেসেলটি নির্মাণ করেন। ইঞ্জিনিয়ার্ড এ পার্টিকেলগুলো একটি মাইক্রো-থ্রিডি প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রিন্ট করার পর এগুলোর প্রান্তগুলোয় প্লাটিনামের আস্তরণ দেয়া হয়। প্লাটিনামের এ আস্তরণের কারণেই পার্টিকেলগুলো জলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

গবেষকরা বলছেন, ব্যাকটেরিয়ার মতো জৈব মাইক্রোসুইমারদের চলাচল সিমুলেশনের ক্ষেত্রে তাদের দেখানো ইঞ্জিনিয়ার্ড পার্টিকেল নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করবে। এছাড়া ডায়াগনসিস বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং শরীরে ওষুধ সরবরাহের জন্য কৃত্রিম মাইক্রোসুইমার ডিজাইনেরও নতুন দিশা মিলবে।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ সরাসরি সংযুক্ত হলো উত্তর চীন-পশ্চিম ভারত

কয়েকটি এশীয় ক্যারিয়ার কোম্পানি মিলে মালাক্কা প্রণালি, পশ্চিম ভারত, শ্রীলংকা এবং চীনে পণ্য পরিবহনে যৌথ শিপিং সার্ভিস চালু করেছে। নভেম্বর থেকে চালু হওয়া এ উদ্যোগের অংশীদার হিসেবে আছে জাপানের ইন্টারএশিয়া লাইনস, তাইওয়ানের ওয়ান হাই লাইনস, সিঙ্গাপুরের ফিডারটেক এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাইনোকর মার্চেন্ট মেরিন। প্রতি সপ্তাহে ছয়টি ৪ হাজার ২০০ টিইইউ ধারণক্ষমতার কনটেইনার জাহাজ ডালিয়ান-সাংহাই-নিংবো-হংকং-শেকৌ-সিঙ্গাপুর-পোর্ট ক্ল্যাং-কলম্বো-নাভা সেভা-মুন্দ্রা বন্দর হয়ে একই পথে ফিরবে।

➤ তিন মাসে ১১০ বিপজ্জনক ভেসেল দক্ষিণ এশিয়ায়

চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে বিশ্বজুড়ে মোট ১৭০টি পুরনো এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর জাহাজ ভাঙা হয়েছে, যার মধ্যে ১১০টিই এসেছে দক্ষিণ এশিয়ায়। কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও পুরোদমে চলেছে শিপব্রেকিং খাত। রিসাইক্লিংয়ের সময় এশিয়ার বিভিন্ন ইয়ার্ডে দুর্ঘটনায় চারজন আহত এবং এক বাংলাদেশি শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। স্ক্র্যাপ জাহাজের এক-তৃতীয়াংশই বিক্রি করেছে গ্রিক শিপিং কোম্পানিগুলো, পরের অবস্থানে আছে যথাক্রমে জাপান, রাশিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিষ্ঠানগুলো। কর রেয়াত পেতে দক্ষিণ এশিয়ায় বিক্রি হওয়া তিন ভাগের এক ভাগ জাহাজ বিচিংয়ের মাত্র সপ্তাহখানেক আগে ফ্ল্যাগ পরিবর্তন করেছে।

➤ রেস্তোরাঁয় পরিণত হতে যাচ্ছে ভারতে পরিত্যক্ত বাংলাদেশি জাহাজ

ঝড়ের কবলে পড়ে নোঙর ছিঁড়ে গত অক্টোবরে ভারতের বিশাপত্তনম (ভাইজ্যাগ) উপকূলে ভেসে আসে বাংলাদেশি পতাকাবাহী ৩ হাজার ডব্লিউটি কোস্টাল ফ্রেইটার 'মা'। নভেম্বরে একে আবার সমুদ্র উপযোগী করে তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হলে জাহাজ মালিক এটিকে সেখানেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করে এর ওপর থেকে দাবি উঠিয়ে নেন। ভাঙা জাহাজ ফেলে যাওয়ার এ ঘটনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে নিয়ে এখানে দৃষ্টিনন্দন ভাসমান রেস্তোরাঁ চালু করতে যাচ্ছে অন্ধ্র প্রদেশ সরকার, যেটি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

➤ বছরের বৃহত্তম অধিগ্রহণ করছে এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল

৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে আইএইচএস মারকিটকে অধিগ্রহণ করে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আর্থিক তথ্য সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়ে গেল ডেটা জায়ান্ট এসঅ্যান্ডপি। চুক্তি অনুযায়ী আইএইচএস মারকিটের প্রতি শেয়ারের বিপরীতে এসঅ্যান্ডপির গ্লোবাল স্টকের শূন্য দশমিক ২৮৩৮ শেয়ার অনুপাতে লেনদেন হবে। করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কারের পর থেকে কেবল সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি অধিগ্রহণ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, যা আগামী দিনের চাঙ্গা অর্থনীতির পূর্বাভাস।

সংবাদ সংক্ষেপ

গ্রিন ফুয়েলচালিত বৃহত্তম রোবোটিক ভেসেল নির্মাণের কাজ শুরু

পরবর্তী প্রজন্মের পরিবেশবান্ধব, দূর-নিয়ন্ত্রিত বা স্বয়ংক্রিয় জলযান নির্মাণের অংশ হিসেবে বৃহৎ আকৃতির এবং গ্রিন ফুয়েলচালিত রোবোটিক ভেসেল নির্মাণের কার্যাদেশ দিয়েছে ওশেন রিসার্চ অ্যান্ড সার্ভে কোম্পানি ওশেন ইনফিনিটি। ২০২২ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে এ ধরনের জাহাজের মধ্যে এখন পর্যন্ত বৃহত্তম ২৫৬ ফুট দীর্ঘ ৮টি একই ধরনের জাহাজ নির্মাণ করবে ভিয়েতনামের 'ভার্ড' শিপইয়ার্ড। রোবট ভেসেল হলেও মাল্টি-পারপাস প্লাটফরম থাকায় এখান থেকে রিমোট অপারেটেড সারফেস ভেসেল, স্বয়ংক্রিয় আন্ডারওয়াটার ভেহিকল এবং অন্যান্য রোবোটিক যন্ত্রপাতি লঞ্চ করা যাবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি কেন্দ্রের দিকে ঝুঁকছে ভারত

দেশের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে পুরনো হয়ে আসা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে নতুন করে মেরামত না করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনকারী প্লান্ট বসাতে আগ্রহী ভারত, বলেছেন দেশটির জ্বালানিমন্ত্রী আর কে সিং। চীনের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কয়লা ব্যবহারকারী দেশ ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণকারী দেশ। দেশটিতে বর্তমানে কর্মক্ষম ২৯টি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ৩৭৩ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, যা দেশে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের অর্ধেকেরও বেশি। ২০৩০ সালের মধ্যে চাহিদার অন্তত ৪০ শতাংশ এবং দুই বছরের মধ্যে ১৭৫ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আসবে, ঘোষণা দিয়েছেন মন্ত্রী।

রেকর্ড পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস ভাসছে বাতাসে

২০১৯ সালের বেশির ভাগজুড়ে কোভিড-১৯ জনিত লকডাউন থাকার পরও এ ধরনের গ্যাস নিঃসরণ নতুন রেকর্ড ছুঁয়েছে। ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলোজিক্যাল অর্গানাইজেশনের মতে, বায়ুমণ্ডলে আগে থেকে উপস্থিত কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং নতুন যোগ হওয়া গ্যাস মিলে এ বৃদ্ধি। ২০১৯ সাল শেষে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের বৈশ্বিক গড় ছিল ৪১০ দশমিক ৫ পার্টস, এ বছর নিঃসরণের পরিমাণ বাড়লেও ২০২০ সালের সম্পূর্ণ ডেটা এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

ছাড় রেখে আর্কটিকে হেভি ফুয়েল অয়েল নিষিদ্ধ করল আইএমও

অনেক ফাঁকফোকড় রেখে আর্কটিকে এইচএফও ব্যবহার ও পরিবহন নিষিদ্ধ করায় পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)। ২০১১ সালে এইচএফও নীতিমালা চালু করে অ্যান্টার্কটিকা এবং দক্ষিণ মেরুকে যেভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, আর্কটিকে পরিস্থিতি পুরো উল্টো। মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন কমিটির (এমইপিসি) এক ভার্চুয়াল সেশনে ২০২৪ সালের জুলাই থেকে আর্কটিকে এইচএফও ব্যবহার ও পরিবহন নিষিদ্ধ করলেও ২০২৯ পর্যন্ত আর্কটিকের তীরবর্তী দেশগুলোর কোস্টাল শিপিং এবং সেসব দেশের পতাকাবাহী জাহাজকে এ নিয়মের বাইরে রাখা হয়েছে।

শূন্য নির্গমন প্রকল্পের ব্লুপ্রিন্ট প্রকাশ

মেরিটাইম শিল্পে শূন্য নির্গমন প্রকল্পগুলোর প্রথম ধাপের পদক্ষেপগুলো নিয়ে একটি প্রতিবেদন ও একগুচ্ছ ব্লুপ্রিন্ট প্রকাশ করেছে গেটিং টু জিরো কোয়ালিশন। মেরিটাইম, জ্বালানি, অবকাঠামো, আর্থিক খাতের ১২০টি প্রতিষ্ঠানের এ কোয়ালিশন অবশ্য সতর্ক করে জানিয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে নিঃসরণ অর্ধেকে নামিয়ে আনতে কার্যকর উদ্যোগ শুরুর সময় দিন দিন ফুরিয়ে আসছে। সংস্থাটির মতে, নতুন প্রযুক্তি ও ব্যবসায়িক মডেল পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রথম ধাপের শূন্য নির্গমন শিপিং প্রকল্পগুলোর বাণিজ্যিক প্রচলন খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

গেটিং টু জিরো কোয়ালিশন বলছে, বৈশ্বিকভাবে শূন্য নির্গমনের ভেসেল প্রচলনের জন্য নতুন ও বিদ্যমান অংশীজনদের নতুন একটি 'গ্রিন' শিপিং ভ্যালুচেইন নির্মাণে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে সমগ্র জ্বালানি ভ্যালুচেইনে শূন্য নির্গমন প্রযুক্তিগুলোর প্রাথমিক প্রচলনসংশ্লিষ্ট বাধাগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

কূটনৈতিক দ্বন্দ্বে চীনা বন্দরে আটকে অস্ট্রেলীয় কয়লাভর্তি জাহাজ

চীন ও অস্ট্রেলিয়ার কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব বাণিজ্যকেও স্পর্শ করেছে। ৫০ কোটি ডলারের অস্ট্রেলীয় কয়লা নিয়ে চীনের বন্দরগুলোয় আটকে রয়েছে ৫০টির বেশি ড্রাই বাল্ক ক্যারিয়ার। অস্ট্রেলীয় পণ্য এবং খাদ্যসামগ্রীর একটি বড় অংশ চীন কালো তালিকাভুক্ত করায় কার্গো এবং নাবিকরা এ ভোগান্তিতে পড়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার ফাইভজি নেটওয়ার্কে চীনা প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়েকে নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে দেশ দুটির মধ্যে শুরু হয় কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় চীন দেশটির বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ইস্পাত কারখানাগুলোকে অস্ট্রেলীয় কয়লা ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি বন্দরগুলোকে অস্ট্রেলীয় পণ্য খালাস না করতে নির্দেশনা দেয়া হয়।

ব্লুমবার্গ ও ডেটা ইন্টেলিজেন্স প্রতিষ্ঠান কেপলারের এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৫০টিরও বেশি জাহাজ অস্ট্রেলীয় কয়লা খালাস করতে চীনের বন্দরগুলোয় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছে। ওই জাহাজগুলোয় হাজারেরও বেশি নাবিক রয়েছে।

বাজার থেকে শেয়ার কিনে নিচ্ছে মায়েৰ্স্ক

বিশ্বের সবচেয়ে বড় কনটেইনার শিপিং কোম্পানি এপি মোলার-মায়েৰ্স্ক বাজার থেকে ১৬০ কোটি ডলার মূল্যের শেয়ার পুনরায় কিনে নেওয়ার (বাইব্যাক) একটি কর্মসূচি চালু করেছে। কোপেনহেগেনভিত্তিক কোম্পানিটি জানিয়েছে, মহামারির কারণে যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, ব্যবসায়িক ক্ষতি তার চেয়েও কম হয়েছে।

মারস্ক গত অক্টোবরের পর দ্বিতীয়বারের মতো তাদের মুনাফার প্রাক্কলন বাড়িয়েছে। সাম্প্রতিক প্রাক্কলনে দেখা গেছে, চলতি বছর মুনাফা দাঁড়াতে পারে ৮০০ থেকে ৮৫০ কোটি ডলার। পূর্ববর্তী প্রাক্কলনে এটা ছিল ৭৫০ থেকে ৮০০ কোটি ডলার। মুনাফার নতুন প্রাক্কলন ঘোষণার পরই প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার বাইব্যাকের ঘোষণা দেয়।

এক বিবৃতিতে মারস্ক জানিয়েছে, মহামারির কারণে গত প্রান্তিকেও বৈশ্বিক অর্থনীতি যথেষ্ট মাত্রায় আক্রান্ত ছিল। তবে কার্গো ভলিউম যতটা কমবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল ততটা কমেনি। এছাড়া ব্যয়ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হয়েছিল। সেই সঙ্গে বেড়েছে ভাড়ার হারও।

একীভূত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে মাঝারি আকারের শিপইয়ার্ডগুলোয়

নতুন জাহাজ নির্মাণাদেশ কমে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মাঝারি আকারের শিপইয়ার্ডগুলো। আশঙ্কা করা হচ্ছে, নতুন কার্যাদেশে পড়তি আরো কিছুদিন ধরে অব্যাহত থাকবে। এ পরিস্থিতি ইয়ার্ডগুলোকে ব্যবসা একীভূত করার সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেবে। পাশাপাশি ব্যবসা নিয়ে নতুন করে ভাবতেও বাধ্য করবে।

সম্প্রতি ড্যানিশ শিপিং বিশ্লেষণধর্মী একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে,

বিশ্বের বৃহত্তম অঞ্চলভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর

আসিয়ানের (অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস) বার্ষিক সম্মেলনের সাইডলাইনে এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে সই হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অঞ্চলভিত্তিক মুক্তবাণিজ্য চুক্তি। রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি) নামের এ চুক্তির মাধ্যমে আসিয়ানের ১০টি দেশ সিপিটিপিপি'র (কম্প্রিহেনসিভ অ্যান্ড প্রগ্রেসিভ এগ্রিমেন্ট ফর ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ) সঙ্গে যুক্ত হলো। সিপিটিপিপি'র সদস্য দেশগুলো হচ্ছে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

চুক্তিটির ফলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল গড়ে ওঠার পথ আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। বৈশ্বিক জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ এ অঞ্চলের আওতাধীন। আর বৈশ্বিক জিডিপিতে এর অবদান এক-তৃতীয়াংশের কিছুটা কম।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশসহ মোট ১১টি দেশের সমন্বয়ে ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি) চুক্তি সই করেন। তবে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওই চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন। পরবর্তীতে চীনসহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাঁচটি দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়াই সিপিটিপিপি চুক্তি সই করে। তবে সিপিটিপিপি আলোচনা থেকে ভারত নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। সস্তা চীনা পণ্যে ভারতীয় বাজার সয়লাব হতে পারে এ আশঙ্কায় দেশটি চুক্তি থেকে পিছিয়ে যায়।

আরসিইপি চুক্তি সইয়ের আগে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি হিয়েন লুং এ চুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, বৈশ্বিক অঙ্গনে বহুপাক্ষিকতা যখন মাটি হারাচ্ছে এবং বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি শ্লথ তায় পড়েছে তখন এ চুক্তি আমাদের সামনের দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নেবে। আসিয়ানের ১০টি দেশের মধ্যে কমপক্ষে ছয়টি এবং তিন অংশীদার এ চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করলেই আরসিইপি কার্যকর হবে।

ইইউর দূষণ পরিকল্পনার বিরোধিতা শিপিং শিল্পের

শিপিং খাতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কার্বন বাজার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। তবে এ পরিকল্পনার বিরোধিতা করছে শিপিং খাতসহ এশিয়ার শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলো। ফলে পরিবেশ রক্ষায় ইউরোপের পদক্ষেপ নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দানা বাঁধছে।

২৭ জাতির ইইউ তাদের এমিশনস ট্রেডিং সিস্টেমে (ইটিএস) আন্তঃইইউ রুটে মেরিটাইম যান থেকে ছড়ানো দূষণকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে এ বিষয়ক একটি খসড়া প্রণয়নের কাজ চলছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ইউরোপকে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকায় দেখতে গৃহীত 'গ্রিন ডিল'-এর অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নিচ্ছে তারা। তবে এ পদক্ষেপের বিরোধিতা করছে ওয়ার্ল্ড শিপিং কাউন্সিলসহ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলো। তারা বলছে, জাহাজ থেকে বৈশ্বিক দূষণ রোধের উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থার (আইএমও) নেতৃত্বেই হওয়া উচিত। কোনো ধরনের আঞ্চলিক উদ্যোগ আইএমও'র ভূমিকাকে কেবল বাধাগ্রস্ত করবে। জাপান বলছে, বৈশ্বিক শিপিং খাতে ইটিএস সম্প্রসারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদ্যোগ মোটেও সামনে এগিয়ে চলার প্রস্তাবিত রূপরেখা নয়, সেটা আন্তঃইউরোপীয় রুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক বা না-ই থাকুক।

শিপিং খাত হচ্ছে দ্বিতীয় বৈশ্বিক পরিবহন খাত, যেখানে কার্বন প্রাইসিং আরোপের চেষ্টা করছে ইইউ। এর আগে ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আকাশপথে এটা আরোপের চেষ্টা করেছিল তারা। তবে চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরুর হুমকি পেয়ে সে উদ্যোগ ভেস্তে যায়।

বিশ্বের ভৌত বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয় জাহাজের মাধ্যমে। জার্মানি ও ফ্রান্স মিলে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছড়ায় এ খাত সমপরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে।

যেখানে বলা হয়েছে নতুন জাহাজ নির্মাণাদেশ এখন ৩০ বছরের সর্বনিম্নে। মহামারিসৃষ্ট দীর্ঘায়িত মন্দায় জাপানে সানোয়াশ হোল্ডিংস কোম্পানি তাদের জাহাজ নির্মাণ ব্যবসা বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। একইভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝারি আকারের শিপইয়ার্ডগুলোও মন্দায় ধুঁকছে। চলতি বছর দেশটির মাঝারি আকারের ইয়ার্ডগুলোর নতুন কার্যাদেশ গত বছরের তুলনায় অর্ধেকে নেমেছে। এ অবস্থায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ঋণদাতাদের সঙ্গে আলোচনা করছে, কয়েকটি এরই মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে।

বার্সেলোনা বন্দরের সর্বোচ্চ ব্যবহারে এআই প্রযুক্তি

জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেগুলোর আকারে বৈচিত্র্যের কারণে বৈশ্বিক বন্দরগুলো নতুন কিছু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রযুক্তির সর্বশেষ উদ্ভাবন যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, দ্রুতগতির ফাইভজি নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে বার্সেলোনা বন্দরের কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে একটি অগ্রণী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

চলতি বছরের মাঝামাঝি চালু করা এ পাইলট প্রকল্পটি হচ্ছে বিস্তৃত পরিসরের একটি সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের অংশ। এর উদ্দেশ্য ফাইভজি প্রযুক্তি ও অ্যাপ্লিকেশনগুলোর বৈধতা এবং সেগুলো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বার্সেলোনা ও কাতালানিয়াকে সংস্কারকের ভূমিকায় রাখা। এ প্রকল্পে যুক্ত রয়েছে আইবিএম, ভোডাফোন, হুয়াওয়ে, মোবাইল ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটাল বার্সেলোনা, আইটুক্যাট ফাউন্ডেশন এবং কাতালানিয়ার ডিপার্টমেন্ট অব ডিজিটাল পলিসিজ।

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও আকারের প্রায় ৯ হাজার জাহাজ প্রতি বছর বার্সেলোনার বন্দরে ভেড়ে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলের সঙ্গে বাস্তবিক ভূ-অবস্থানগত ডেটার সমন্বয়ে বন্দরে জাহাজ চলাচল অবিকল অনুসরণ করা, বার্থ স্পেসের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদানই এ প্রকল্পের লক্ষ্য।

নাবিক বদল সংকটের সুযোগ নিচ্ছে মানব পাচারকারীরা

জাহাজের এজেন্ট এবং মেরিটাইমসংশ্লিষ্ট অন্য পেশাজীবীদের জন্য বিশেষায়িত ইনডেমনিটি ইন্স্যুরার 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ইন্টারমিডিয়ারিজ ক্লাব' (আইটিআইসি) সম্প্রতি এক সতর্কবার্তায় জানিয়েছে, নাবিক বদলে বর্তমানে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তার সুযোগ নিয়ে মানব পাচারকারীরা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের সীমান্ত পাড়ি দিতে সহায়তা করছে।

আইটিআইসি জানিয়েছে, শিপিং কোম্পানির কর্মী সেজে মানব পাচারকারীরা শিপ এজেন্টদের ধোঁকা দিচ্ছে এবং নাবিক বদলের ব্যবস্থা করছে। নতুন ধরনের এ ধোঁকাবাজিতে মানব পাচারকারীরা এজেন্টের কাছে গিয়ে ট্রাভেল বুকিং ও লজিংসহ নাবিক বদল সম্পন্নের অনুরোধ জানাচ্ছে। একজন এজেন্টের মাধ্যমে এ কাজ পরিচালনার মাধ্যমে পাচারকারীরা কিছুমাত্রায় যেমন বৈধতা পাচ্ছে, তেমনি তাদের অবৈধ কার্যক্রমকে লুকানোরও সুযোগ পাচ্ছে। এজেন্টরা নাবিক বদলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পর 'নাবিকদের'বেশে থাকা অভিবাসনপ্রত্যাসীরাও উধাও হয়ে যাচ্ছে।

সংকটে বায়ু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ভেসেল

চলতি দশকের মাঝামাঝি অফশোর উইন্ড টার্বাইন ইনস্টলেশন ভেসেল (ডব্লিউটিআইভি) এবং ভারী লিফট বহনকারী জাহাজের সংকট দেখা দেবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান রিস্টাড এনার্জির নতুন প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। নতুন বায়ু বিদ্যুৎকেন্দ্র উন্নয়নের জোয়ার এবং বড় আকৃতির টার্বাইন ডিজাইনের কারণে এ সংকট হতে পারে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

রিস্টাডের প্রাক্কলন বলছে, ২০২০ সালে ইনস্টলেশন ভেসেলের চাহিদা ৮-১৩ ভেসেল-ইয়ার্স। মোট ৩২টি ডব্লিউটিআইভি এবং ১৪টি ফাউন্ডেশন ইনস্টলেশন ভেসেলের মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণ হচ্ছে। কেবল ইউরোপের বাজার চাহিদা পূরণের জন্য এগুলো

সংবাদ সংক্ষেপ

বিদেশি নাবিককে সাইন অন করতে দিচ্ছে ভারত

দেশটির নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ ঘোষণা অনুযায়ী ভারতীয় বন্দরে ভারতীয় নাবিকদের পাশাপাশি বিদেশি নাবিকরাও সাইন অন-সাইন অফ করতে পারবেন। জাহাজে নাবিক পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বজুড়ে চলা অচলাবস্থা কাটাতে বিভিন্ন দেশের নেওয়া উদ্যোগের অংশ হিসেবে এ ঘোষণা দিল ভারত। ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন, আইএমও, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব শিপিং এবং ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের মহামারিতে ক্রু চেঞ্জ-বিষয়ক নীতিমালা মেনে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত।

বায়োফুয়েল পরিবহনের বার্ষিক সূচক নিম্নমুখী

ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সির (আইইএ) রিনিউয়েবলস ২০২০ রিপোর্ট বলছে, কোভিড-১৯ এর ধাক্কা এবং জীবাশ্ম জ্বালানির মূল্য কমে যাওয়ার ফলে মেরিটাইম সেক্টরে বায়োফুয়েল কেনাবেচা ও পরিবহনের হার গত বিশ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে নেমেছে। রিনিউয়েবল এনার্জি খাতে বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ খাত ছাড়া অন্যান্য বায়োফুয়েল খাত গতি হারিয়েছে। চলতি বছর মোট ২০০ গিগাওয়াট বেড়েছে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের উৎপাদন। তবে বায়োফুয়েলের বৈশ্বিক চাহিদা মোটের ওপর মাত্র ১ শতাংশ বেড়েছে।

করোনার টিকায় নাবিকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান গ্রিক জাহাজ মালিকদের

কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্মুখসারির যোদ্ধা হিসেবে স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহন ব্যবস্থাকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে অপরিহার্য নাবিকদেরও একই সাথে বিবেচনা করা উচিত বলে মত দিয়েছে ইউনিয়নস অব গ্রিক শিপওনার্স। স্মরণকালের ভয়াবহ বৈশ্বিক মহামারিতে পরিবারকে দূরে রেখে ক্রু চেঞ্জের মতো মানবিক বিপর্যয় সামলে মাসের পর মাস সমুদ্রে ভেসে খাদ্য, ওষুধের মতো জরুরি পণ্য সরবরাহ চালু রেখেছেন তাঁরা। নাবিকরা তাই কোনোভাবেই ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের চেয়ে কম কিছু নন, বিবৃতি দিয়েছে নটিলাস ইন্টারন্যাশনালও।

শিপিং ফুয়েলের চাহিদা মহামারির আগের অবস্থায়

ভেরি লো সালফার ফুয়েল অয়েল (ভিএলএসএফও) উৎপাদন শিল্পে লাভের অংক ছয় মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পয়েন্টে উঠেছে। ব্যবসায়ী এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, বেশির ভাগ বন্দরে অপারেশনাল কার্যক্রম মহামারি পরিস্থিতির আগের মতো পুরোদমে চলতে থাকায় ফুয়েলের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এ লক্ষণ। নভেম্বরে দুবাই ক্রুড অয়েলের মূল্য ছিল ব্যারেলপ্রতি ৯.৪৩ মার্কিন ডলার, যা গত এপ্রিলের পর সর্বোচ্চ। বছরের বাকি সময়ও এ প্রবৃদ্ধি বজায় থাকার পূর্বাভাস পেয়ে এশিয়ার পরিশোধনাগারগুলো পেট্রোকেমিক্যালের মূল কাঁচামাল ন্যাফথা মজুদের পাশাপাশি ভিএলএসএফও উৎপাদন বাড়াচ্ছে।

যথেষ্ট। তবে বৈশ্বিক চাহিদা ২০৩০ সাল নাগাদ পাঁচ গুণ বাড়বে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ভেসেল সংকট সবচেয়ে বেশি অনুভূত হবে ওই প্রকল্পগুলোয়, যেখানে জেনারেল ইলেকট্রিকের হ্যালিয়াড-এক্সের মতো অতিবৃহৎ টার্বাইন ব্যবহার করা হবে। বর্তমানে মাত্র চারটি ডব্লিউটিআইভি ৮০০ ফুট উচ্চতার এ টার্বাইনগুলো হ্যান্ডল করতে সক্ষম।

চাপের মুখে তাইওয়ানের মৎস্য শিল্প

গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের বহরগুলোয় জোরপূর্বক শ্রম নিয়োজনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে গ্রিনপিসসহ মোট ৩৪টি এনজিও এবং ট্রেড ইউনিয়ন তাইওয়ান সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছে। চলতি বছরই প্রথম তাইওয়ানের সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম মন্ত্রণালয়ের 'জোরপূর্বক শ্রম নিয়োজনে উৎপাদিত পণ্যের' আনুষ্ঠানিক তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। ফলে দেশটির বিলিয়ন ডলারের মৎস্য শিল্পের ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনা পতাকাবাহী জাহাজের নাবিকদের মতো তাইওয়ানের পতাকাবাহী জাহাজের নাবিকরাও পর্যাপ্ত বিশ্রাম ছাড়াই দিনভর কাজ করতে বাধ্য হয়, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনেরও শিকার হয়। এছাড়া তাদের কাগজপত্রও কেড়ে নেওয়া হয়। গ্রিনপিস এক বিবৃতিতে তাইওয়ান সরকার ও দেশটির গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণকারী শিল্পের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

নিরাপদ কর্মচর্চার হালনাগাদ বিধি প্রকাশ যুক্তরাজ্যের

যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত জাহাজের নাবিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা জোরদারে গুরুত্ব দিয়ে দেশটি নিরাপদ কর্মচর্চার সংশোধিত আচরণবিধি প্রকাশ করেছে। নাবিকরা জাহাজে অবস্থানের সময় সম্ভাব্য যেসব ঝুঁকির মুখোমুখি হয় নতুন এ আচরণবিধিতে তার সবই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যেমন শব্দ, কম্পন, আলো, অতি-বেগুনি রশ্মি, নন-আয়োনাইজিং থেকে শুরু করে অতি গরম, দুর্বলতা এবং মানসিক পেশাগত স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব।

আচরণবিধিতে বলা হয়েছে, নাবিকসহ অন্যদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব জাহাজ মালিক ও নিয়োগকর্তাদের। এজন্য ঝুঁকি পরিহার, অপরিহার্য ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং সেগুলো কমিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, একজন ব্যক্তির সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে কর্মঘণ্টা ও কর্মপদ্ধতি সাজানো, কর্মচর্চায় নতুন প্রযুক্তি ও অন্যান্য পরিবর্তন আমলে নিয়ে পদ্ধতি গ্রহণে আচরণবিধিতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

শিপিং কনটেইনারের আকাশচুম্বী চাহিদা

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সময় টয়লেট পেপারের সংকট আন্তর্জাতিক শিরোনাম হয়েছিল। দীর্ঘায়িত লকডাউনের আশঙ্কায় পশ্চিমে সবাই অপরিহার্য এ বস্তুটি মজুদে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। এবার সেই একই দশা ঘটছে শিপিং কনটেইনারের ক্ষেত্রে।

মহামারির শুরুতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ভেঙে পড়ায় শিপিং কোম্পানিগুলো যাত্রা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল। পাশাপাশি জাহাজে কনটেইনারের সংখ্যাও কমিয়ে দিয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ইউরোপসহ গোটা বিশ্বে ভোক্তা চাহিদা বাড়ায় শিপিং কনটেইনারের চাহিদা বেড়েছে। শিপিং ক্যারিয়ারগুলো এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে খালি কার্গো কনটেইনারগুলো এশিয়ায় পাঠাতে শুরু করেছে। ফলে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভাড়ার হার। সাংহাই থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের লাভজনক রুটে ৪০ ফুট দৈর্ঘ্যের কনটেইনারের ভাড়া ৪ হাজার ডলার ছাড়িয়েছে, ড্রিউরি'র গ্লোবাল কমপোজিট বেঞ্চমার্কের চেয়ে যা ১ হাজার ২০০ ডলার বেশি।

ডিকার্বোনাইজেশনে আইএমওকে তহবিল গঠনের প্রস্তাব

আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থার (আইএমও) ৭৫তম মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন কমিটির (এমইপিসি) ভার্চুয়াল অধিবেশনে শিপিং খাত থেকে কার্বন নিঃসরণ কমাতে ৫০০ কোটি ডলারের প্রস্তাবিত একটি গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। শিপিং খাতের নেতৃস্থানীয় আট শিল্প সংগঠন আইএমও এফিলিয়েটেড নতুন একটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাবিত সংস্থাটি (ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ড) আগামী ১০ বছরে প্রতি টন মেরিন জ্বালানির ওপর ২ ডলার সারচার্জ আরোপ করে ওই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করবে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রস্তাব সমর্থনকারী আট সংগঠনের অন্যতম ইন্টারন্যাশনাল শিপিং কাউন্সিল (আইসিএস) বলেছে, আইএমও পরিচালনাধীন নতুন সংস্থাটি শিপিং খাতে কার্বন নিঃসরণ উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে উদ্ভাবক, প্রকৌশলী, জ্বালানি কোম্পানি, শিপইয়ার্ড, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইঞ্জিন নির্মাতাদের উৎসাহ প্রদানে প্রযুক্তিগত ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করবে। সংগঠনগুলো ২০২৩ সালের মধ্যে প্রস্তাবিত নতুন সংস্থাটিকে কার্যকর দেখতে চায় বলে জানিয়েছে।

যদিও এমইপিসি'র ভার্চুয়াল ওই অধিবেশনে এ বিষয়ক চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে আইএমও'র বেশকিছু সদস্য রাষ্ট্র প্রস্তাবিত সংস্থাটির কাঠামো, আইনগত বৈধতা ও পরিচালনার বাস্তবভিত্তিক কর্মকৌশলের মতো বিষয়গুলো তুলে ধরেন। যদিও সমালোচকরা বলছেন, উদ্যোগটি নিয়ে খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি। তারা বরং শিপিং খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে এমইপিসির বৈঠককে প্রভাবিত করার অভিযোগ তুলেছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, প্রস্তাবটি আলোচনায় তুলে মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে তারা। কারণ বৈঠকে এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা ছিল, যেগুলো গৃহীত হলে জাহাজ শিল্পের পরিচালন ব্যয় বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

সংবাদ সংকেত

- সমুদ্রের তলদেশে জীববৈচিত্র্যের ওপর গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত বিশ্বের গভীরতম গিরিখাদ মারিয়ানা ট্রেঞ্চের ১০,৯০৯ মিটার গভীরে তিন গবেষকসহ ডুবোযান পাঠিয়েছে চীন।
- হাম্বানটোটা ইন্টারন্যাশনাল পোর্ট গ্রুপের যথাযথ মার্কেটিং প্ল্যান ও বাস্তবায়নের সুফল মিলতে শুরু করেছে, গত দুই মাসে হাজারের বেশি ট্রান্সশিপমেন্ট বেড়েছে হাম্বানটোটা বন্দরে।
- নিজেদের ইতিহাসের একক বৃহত্তম অর্ডার হিসেবে এক ইউরোপিয়ান ক্রেতার জন্য ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ১৫টি আইসব্রেকিং এলএনজি ক্যারিয়ার নির্মাণের কার্যাদেশ পেয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্যামসাং।
- ইতিমধ্যেই ১০টি কনটেইনার জাহাজ এবং ৬০০ বন্দর-টার্মিনালে সেবা দেওয়া ফিলিপাইনভিত্তিক টার্মিনাল অপারেটর আইসিটিসিআই পরিচালিত মোট ৩১টি কনটেইনার টার্মিনালেও সম্প্রসারিত হতে যাচ্ছে মায়ের্স্কের ডিজিটাল প্লাটফরম ট্রেডলেন্স।
- লিভারপুলের ডকইয়ার্ড থেকে নর্থ ওয়েলসের খোলা সাগরে যাত্রা করেছে ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ে নির্মিত ব্রিটেনের নতুন পোলার রিসার্চ ভেসেল দ্য স্যার ডেভিড অ্যাটেনবোরো।
- প্রায় ১৮ মাসে প্রথম ভিএলসিসি হিসেবে ২৫ বছরের পুরনো ৩,০০,৫০০ ডিডব্লিউটি ক্রুড অয়েল ট্যাংকার জোয়া ১ রিসাইক্লিংয়ের জন্য বিক্রি হয়েছে। এটাকে জাহাজ স্ক্র্যাপে খরা কাটার পূর্বাভাস বলছেন বিশেষজ্ঞরা।
- তুরস্কের পূর্বাঞ্চলের আদানা উপকূলের ১৫ নটিক্যাল মাইল দূরে গ্রিক সুয়েজম্যাক্স ট্যাংকারের ধাক্কায় নৌকাডুবি হয়ে নিহত হয়েছেন পাঁচ তুর্কি জেলে।
- ভেসেল-বেজড মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে হাল এবং ভেসেল পারফরম্যান্স উন্নতির মাধ্যমে ফুয়েলের অপব্যবহার কমানোর উপযোগী সিঙ্গল পয়েন্ট ডেটা স্ট্রিম ও অ্যাপ তৈরি করেছে তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইফোর ইনসাইট।
- ২০৫০ সালের মধ্যে শূন্য কার্বন নিঃসরণকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার লক্ষ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উচ্চাভিলাষী কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে নরওয়ের ইকুইনর।
- ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে নতুন সাতটি ২৩ হাজার টিইইউ মেগা কনটেইনার জাহাজ নির্মাণের জন্য চীনা প্রতিষ্ঠান কসকোকে কার্যাদেশ দিয়েছে হংকংভিত্তিক কনটেইনার শিপিং কোম্পানি ওরিয়েন্ট ওভারসিজ কনটেইনার লাইন (ওওসিএল)।
- নরওয়ের বন্দর দিয়ে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের শিপ-টু-শিপ ট্রান্সফারে মার্কিন আপত্তির মুখে মুরমানস্ক বন্দর ব্যবহার করে এলএনজি ট্রান্সফার শুরু করেছে রাশিয়ান গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নোভাটেক।
- সিঙ্গাপুর প্রণালিতে মাত্র ছয় ঘণ্টায় তিন জলদস্যুতার প্রেক্ষিতে এক সপ্তাহের ব্যবধানে দ্বিতীয়বারের মতো সতর্কতা নোটিশ জারি করেছে রিজিওনাল মনিটরিং সেন্টার রিক্যাপ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ডাকাতিয়া নদীতে মাইন দিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হানাদার বাহিনীর অস্ত্রবাহী যুদ্ধজাহাজ এমভি আকরামকে চাঁদপুরেই সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে ২৩ নভেম্বর ঢাকাস্থ চাঁদপুরের মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা চাঁদপুর জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্রসম্পদ অর্জন করতে চাই: প্রধানমন্ত্রী

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্রসম্পদ অর্জনের পরিকল্পনা নিয়ে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে মোকাবিলা করার মতো সক্ষমতা অর্জন করার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

৫ নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নৌবাহিনীর জাহাজ বানৌজা ওমর ফারুক, আবু উবাইদাহ, প্রত্যাশা, দর্শক এবং তল্লাশির কমিশনিং অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি এই কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সবসময় চেয়েছি যে, আমাদের এই সমুদ্রসীমা শুধু রক্ষা করা না, সমুদ্রসম্পদটাও যেন আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে আমরা অর্জন করতে পারি। তার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা ব্লু ইকোনমি এই ধারণাপত্র নিয়েছি এবং তার উপর আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

পাঁচটি অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ নৌবাহিনীতে সংযোজনের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা জানেন, গণচীন থেকে তৈরি করা আধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত দুইটি ফ্রিগেট ও একটি অত্যাধুনিক করবেট এবং আমাদের নিজস্ব খুলনা শিপইয়ার্ডে তৈরি দুইটি আধুনিক জরিপ জাহাজ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নৌবাহিনীর ক্ষমতাকে আরো জোরদার করবে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নিজস্ব ইয়ার্ডে জাহাজ তৈরির সক্ষমতা আমাদের আত্মবিশ্বাসকে বলীয়ান করে। আমরা হয়তো ভবিষ্যতে অন্য দেশের জন্যও জাহাজ তৈরি করতে পারব। সেই সক্ষমতা আমরা অর্জন করব।'

অনুষ্ঠানে গণভবন প্রান্তে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা-বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এবং চট্টগ্রামের নেভাল বার্থ-১ প্রান্তে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল মোহাম্মদ শাহিন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন।

মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু

মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১৬ নভেম্বর বন্দর ভবনে মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের জাপানি কনসালট্যান্ট নিপ্পন কোয়েইর সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রথম সভা শেষে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, 'কনসালট্যান্টের সঙ্গে ২৩ সেপ্টেম্বর চুক্তি সই হয়েছিল। আজ থেকে মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।'

বন্দর চেয়ারম্যান বলেন, 'মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ সময়ের দাবি ছিল। এ বন্দরের ফলে ঢাকা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত যে অর্থনৈতিক বেল্ট গড়ে উঠছে তা বেগবান হবে। প্রধানমন্ত্রী যে রোলমডেল করেছেন তার সঙ্গে সংগতি রেখে মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দর করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের মধ্যে বন্দরের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।'

বন্দরের পর্ষদ সদস্য মো. জাফর আলম বলেন, '৮ থেকে ১০ হাজার কনটেইনার নিয়ে জাহাজ আসতে পারবে। আমাদের প্রচুর কনটেইনার পরিবহনের চাহিদা বাড়ছে। প্রাথমিকভাবে ৮ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করার লক্ষ্যে ডিজাইন করা হচ্ছে। পরে জেটি বাড়লে সক্ষমতা বাড়বে। ৪৬০ মিটার লম্বা জেটি করা হচ্ছে। নদীপথে যুক্ত আছে। পরে সড়ক ও রেলপথ যুক্ত হবে। বড় জাহাজে কনটেইনার এলে খরচ কমে যাবে, ব্যবসায়ীরা আকৃষ্ট হবেন। ২০২৬ সালের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ হয়ে যাবে।'

মাতারবাড়ী পোর্ট কনসালট্যান্ট টিমের লিডার মি. হিরোশি ওতানি বলেন, 'আমরা দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করছি। প্রথম ধাপে ডিজাইন, সিভিল ওয়ার্ক হবে। দ্বিতীয় ধাপে হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হবে। সর্বাধুনিক জাপানি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে এ প্রকল্পে। ভূমিকম্পের বিষয়টি মাথায় রাখা হবে। টেকনিক্যাল বিষয়ে সহায়তা দেওয়া হবে।'

জাহাজ ভাঙা শিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

জাহাজ রিসাইকেল বিশ্বে শীর্ষে বাংলাদেশ। ২০১৯ সালে বিশ্বের অর্ধেকের বেশি জাহাজ রিসাইকেল হয়েছে এদেশে। বছরটিতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ২৩৬টি জাহাজ আমদানি করে রিসাইকেল করার জন্য। বাংলাদেশের পরে রয়েছে ভারত ও তুরস্ক। এ তিন দেশ মিলে ২০১৯ সালে বিশ্বের ৯০.৩ শতাংশ জাহাজ রিসাইকেল করে। ১২ নভেম্বর জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা আঙ্কটাড প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

'রিভিউ অব মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট ২০২০' শীর্ষক প্রতিবেদনটিতে এসব তথ্য নেওয়া হয় ক্লার্কসনস রিসার্চ থেকে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৯ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৪.৭ শতাংশ জাহাজ রিসাইকেল করে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারত রিসাইকেল করে ২৬.৬ শতাংশ, তৃতীয় স্থানে থাকা তুরস্ক রিসাইকেল করে ৯ শতাংশ, চতুর্থ স্থানে চীন রিসাইকেল করে ৩.১ শতাংশ এবং পঞ্চম স্থানে থাকা পাকিস্তান রিসাইকেল করে ২.২ শতাংশ। অন্যান্য দেশ রিসাইকেল করে মাত্র ৪.৪ শতাংশ।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ২০১৭ সালের চেয়ে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে জাহাজ রিসাইকেল বা ভেঙে পুনর্ব্যবহার উপযোগী করার পরিমাণ বেড়েছে ২৯.১ শতাংশ, কিন্তু ২০১৯ সালে এসে তা আগের বছরের চেয়ে আবার কমে যায় ২২.৭ শতাংশ।

ক্লার্কসনস রিসার্চের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশি জাহাজ রিসাইকেল হয় বাল্ক ক্যারিয়ার। এরপর রয়েছে কনটেইনার শিপ ও অয়েল ট্যাংকার। এতে বলা হয়, ২০১৮ সালে বিশ্বে জাহাজ রিসাইকেল হয় ১ কোটি ৯০ লাখ ৩ হাজার গ্রস টন এবং ২০১৯ সালে হয় ১ কোটি ২২ লাখ ১৮ হাজার গ্রস টন।

যুদ্ধজাহাজ এমভি আকরাম চাঁদপুরে সংরক্ষণ করার দাবি

মুক্তিযুদ্ধের সময় ডাকাতিয়া নদীতে মাইন দিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হানাদার বাহিনীর অস্ত্রবাহী যুদ্ধজাহাজ এমভি আকরামকে (ছদ্মনাম লোরাম) চাঁদপুরেই সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা। সেই সঙ্গে দেশের নৌ-জাদুঘরটিও চাঁদপুরে করার দাবি করেন তাঁরা। ২৩ নভেম্বর সরকারের কাছে এই দাবি নিয়ে ঢাকাস্থ চাঁদপুরের মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা চাঁদপুর জেলা প্রশাসক মো. মাজেদুর রহমান খানের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জাহাজটি ডুবিয়ে দেওয়ার নেতৃত্বে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী বীরপ্রতীক। তিনি বলেন, 'হানাদার বাহিনী চাঁদপুরে হামলার উদ্দেশ্যে অস্ত্র বোঝাই করে জাহাজটি নিয়ে প্রবেশ করলে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা রাতের অন্ধকারে মাইন দিয়ে এটি ডুবিয়ে দিই। ২০০৮ সালে এটি সরকার নদীর তলদেশ থেকে তুলে নিয়ে বিক্রি করে দিলে চাঁদপুরের সচেতন মহল আন্দোলন শুরু করে। তখন সরকার এটি নারায়ণগঞ্জে সংরক্ষণ করে। আমরা চাই যেখানে জাহাজটি ডুবিয়ে ছিলাম, সেখানেই জাহাজটি আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকার সংরক্ষণ করবে, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম

মোংলা বন্দরের আউটার বারে ড্রেজিংকৃত ৮ দশমিক ৫ মিটার গভীরতার নতুন চ্যানেলে নেভিগেশন বয়া স্থাপনের পর ১৭ নভেম্বর থেকে জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে

গর্ব করে বলতে পারে ও দেখাতে পারে তাঁদের পূর্বপুরুষের বীরত্বের কথা।'

স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সময় চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য মুক্তিযোদ্ধা শফিকুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটির সদস্য মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান কবীর বীরপ্রতীক, ঢাকাস্থ চাঁদপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মিয়া মো. জাহাঙ্গীর আলম, সম্পাদক আহমেদ উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

নৌপরিবহন খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানিয়েছেন নৌপ্রতিমন্ত্রী

নৌপরিবহন খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগকে স্বাগত জানিয়ে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, 'সরকার ঢাকার চারপাশে বৃত্তাকার নৌপথে আধুনিক ও নান্দনিক জলযান নামানোর চিন্তা করছে। যাত্রীসেবা দিতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা এখানে কোনো ধরনের বিনিয়োগ করতে চাইলে আমরা স্বাগত জানাব। এখন শুধু জীবন ও জীবিকার জন্য এ নদীপথ ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা বিনোদনের জন্যও নদীকে কাজে লাগাতে চাই। এজন্য আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করছি।'

১০ নভেম্বর সদরঘাটে 'ওয়াটার বাস' সার্ভিস পরিচালনা ও যাত্রীসেবা কার্যক্রম পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন নৌপ্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, 'আমরা যাত্রীসেবাগুলো আরো আপগ্রেডের চেষ্টা করছি। এজন্য বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করছি। আমরা চাই সব ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে আসুক। বেসরকারি উদ্যোগের জন্য আজ যাত্রীসেবায় অনেক বিলাসবহুল জাহাজ এসেছে। আমরা চাই বাংলাদেশের বেসরকারি পর্যায়ের বিনিয়োগ আরো বিস্তৃতি লাভ করুক। সেজন্য সরকার তাদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেবে।'

মোংলা বন্দরের নতুন চ্যানেলে জাহাজ চলাচল শুরু

মোংলা বন্দরের আউটার বারে ড্রেজিংকৃত নতুন চ্যানেলে জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। ফলে বন্দরে জাহাজের সংখ্যা ও রাজস্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। নতুন ড্রেজিংকৃত চ্যানেলে নেভিগেশন বয়া স্থাপনের পর ১৭ নভেম্বর থেকে জাহাজ চলাচল শুরু হয়। নতুন চ্যানেলটি অপেক্ষাকৃত সোজা হওয়ায় বন্দরে কম সময়ে ও নিরাপদে জাহাজ আসতে পারছে।

মোংলা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান বলেন, 'আউটার বারে ড্রেজিংয়ের কারণে অনায়াসেই বন্দরে বেশি ড্রাফটের জাহাজ আসতে পারবে।'

নতুন এ চ্যানেলটি বর্তমানে ব্যবহৃত চ্যানেলের পশ্চিমে বঙ্গবন্ধু চরের পাশে অবস্থিত। বর্তমানে বিদ্যমান চ্যানেলে ফেয়ারওয়ে বয়া থেকে হিরণ পয়েন্ট পর্যন্ত কিছু স্থানে সর্বনিম্ন ৬ দশমিক ৫ মিটার গভীরতা থাকায় বেশি ড্রাফটের জাহাজ বন্দরে আসতে পারত না। এখন ড্রেজিংয়ের ফলে ৮ দশমিক ৫ মিটার গভীরতার জাহাজ আসা-যাওয়া করতে পারবে। শুধু আউটার বারের সীমাবদ্ধতার জন্য বন্দরের অ্যাংকোরেজে বেশি ড্রাফটের জাহাজ আনা যেত না।

চট্টগ্রাম বন্দরকে গ্রিন পোর্টে রূপান্তরে সহায়তার আগ্রহ ডেনমার্কের

পানি শোধন, বর্জ্য ও বিষাক্ত পানি ব্যবস্থাপনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করবে বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক। ২৬ নভেম্বর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিনের সঙ্গে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এসব বিষয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইননি এসট্রাপ পিটারসন।

এ সময় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরকে গ্রিন পোর্টে পরিণত করার বিষয়ে সহায়তা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেন, 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন, পরিবেশ রক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে ডেনমার্ক।' এ সময় তিনি জ্বালানি দক্ষতা অর্জন, কৃষিসহ অন্যান্য সব ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে সহযোগিতার প্রস্তাব করেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকেই ডেনমার্ক বাংলাদেশকে অব্যাহত সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।'

আমদানি কনটেইনারেই রপ্তানি করতে পারবে ইপিজেডের প্রতিষ্ঠানগুলো

ইপিজেডের মধ্যে প্রবেশ করা আমদানীকৃত চালান ভর্তি কনটেইনারগুলো বরাদ্দ দিয়ে একই কনটেইনারে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত চালান পাঠাতে পারবে। এর ফলে এখন থেকে পরিবহন সময় কমে বাণিজ্য ব্যয় অনেক কমে আসবে।

ইপিজেডগুলো বিনিয়োগকারী আকর্ষণ করলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবকাঠামো ব্যবস্থা নিয়ে অস্বস্তি বিনিয়োগকারীদের। কারণ এনবিআরের বিধিনিষেধ অনুযায়ী কঠোর শুল্কায়ন পদ্ধতি অনুসরণের কারণে এতদিন চালান ভর্তি কনটেইনারে কাঁচামাল আমদানি করে সেই একই কনটেইনারে পণ্যের চালান ভর্তি করে রপ্তানির লক্ষ্যে ব্যবহার করা যেত না। আমদানি কনটেইনার থেকে পণ্য খালাসের পর সেই কনটেইনারকে নির্ধারিত স্থানে ফিরে যেতে হতো। পরে রপ্তানির প্রয়োজনে আবারো খালি কনটেইনার নির্ধারিত স্থান থেকে এনে রপ্তানি চালান ভর্তি করে তা পাঠাতে হতো। এতে অর্থ ও সময় দুটোই বেশি ব্যয় হতো।

বেপজার জেনারেল ম্যানেজার (পাবলিক রিলেশন) নাজমা বিনতে আলমগীর বলেন, 'যে কাভার্ড ভ্যানগুলো আসবে, সেগুলোর মধ্যে অপেক্ষমাণগুলোকে ওই সময়েই বরাদ্দ দেওয়া হবে, তাহলে ফিরে গিয়ে আবার আসার প্রক্রিয়ায় যেতে হবে না। এতে লিড টাইম কমে আসবে, খরচও কম হবে, স্বল্প খরচে পণ্য চলে যেতে পারবে।'

বিনিয়োগ বাড়াতে জাপান-বাংলাদেশ সমঝোতা চুক্তি

বাংলাদেশের সঙ্গে জাপানের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো; দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কোন্নয়ন নিশ্চিত এবং একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে জাপান-বাংলাদেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৩ নভেম্বর চট্টগ্রামে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বঙ্গবন্ধু কনফারেন্স হলে চট্টগ্রাম চেম্বার, ঢাকাস্থ জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেটরো) এবং জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (জেবিসিসিআই) এই চুক্তি স্বাক্ষর করে। জাপান-বাংলাদেশ আগামী ১০ বছর কীভাবে সমন্বয় করে অর্থনৈতিকভাবে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে চায়; সেটিই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এমপি বলেন, 'জাপান বাংলাদেশের অকৃত্রিম ও দীর্ঘদিনের বন্ধু। উভয় দেশের মধ্যে আগামী দিনের দ্বিপক্ষীয় অধিকতর অর্থনৈতিক সম্পর্কোন্নয়নে এই সমঝোতা স্মারক সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে একটি সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে।'

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি এই সমঝোতা সমর্থনে জাপান সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে আগামীতে জাপানে বাংলাদেশি পণ্যের এবং ব্যবসার রোড শো আয়োজনের প্রস্তাব করেন।

চেম্বার সভাপতি মাহবুবুল আলম বলেন, 'দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি সামনে রেখে বেসরকারি খাতের সহযোগিতার মাধ্যমে আগামী ১০ বছরের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে জেটরো ও জেবিসিসিআইয়ের সঙ্গে চিটাগং চেম্বার এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করছে।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস, জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশে জাইকার চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ হায়াকাউয়া ইউহো ও এফবিসিসিআই সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম।

কর্ণফুলীর হাইড্রোলিক ও হাইড্রোলজিক্যাল সমীক্ষায় বন্দরের চুক্তি

দেশের লাইফ লাইন-খ্যাত কর্ণফুলী নদীর হাইড্রোলিক ও হাইড্রোলজিক্যাল সমীক্ষা পরিচালনার জন্য যুক্তরাজ্যভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এইচআর ওয়ালিংফোর্ডের সঙ্গে চুক্তি করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ১৭ নভেম্বর বন্দর ভবনের সভাকক্ষে চুক্তি সই অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন, বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ, বন্দর ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত কর্ণফুলীর সমীক্ষার মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের একটি প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বন্দর ও দেশের অর্থনীতিতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বন্দর চেয়ারম্যান বলেন, '১৯৬১ সালে সর্বশেষ কর্ণফুলী নদী ঘিরে এ ধরনের সমীক্ষা হয়েছিল। যার ভিত্তিতে বন্দরের নানা উন্নয়নমূলক ও অবকাঠামো নির্মাণ-সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।'

তিনি আশা করেন, নতুন সমীক্ষার সুপারিশমালা ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্ণফুলী নদী ঘিরে চট্টগ্রাম বন্দরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

অর্থনীতিতে গেইম চেঞ্জার হবে মাতারবাড়ী বন্দর

কক্সবাজার মহেশখালীর মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গেইম চেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি। তিনি বলেন, 'বর্তমানে ৩১৫টি জাপানি কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ জাপানি বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ গন্তব্য।'

১৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি মাহবুবুল আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এসব কথা বলেন জাপানের রাষ্ট্রদূত। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে চেম্বার কার্যালয়ে সাক্ষাতে মিলিত হন তারা।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপান প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে জানিয়ে তিনি বলেন, 'পরবর্তী সময়ে মিরসরাই ইকোনমিক জোনেও ১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হবে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশকে উন্নত দেশের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। বিনিয়োগ পরিবেশ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন চলমান রয়েছে।'

চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি মাহবুবুল আলম বলেন, 'জাপান এ দেশের অবকাঠামো ও মেগা প্রজেক্ট মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেল, এক্সপ্রেস হাইওয়ে নির্মাণে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে।'

বেসরকারি খাতকে দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি মন্তব্য করে চেম্বারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সেন্টার অব এক্সিলেন্সের মাধ্যমে উভয় দেশের বেসরকারি খাতের উন্নয়নে একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের প্রস্তাব দেন চেম্বার সভাপতি।

এ সময় চেম্বার পরিচালক অঞ্জন শেখর দাশ, নাজমুল করিম চৌধুরী শারুন, সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর ও সাকিফ আহমেদ সালাম, দূতাবাসের ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন শাখার সেক্রেটারি কেই ওনিশি উপস্থিত ছিলেন।

মাতারবাড়ী থেকে আলাদা সড়কের উদ্যোগ

কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর চালু হবে ২০২৫ সালে। সেখানে জাহাজ থেকে নামা পণ্যের সড়কপথে পরিবহন নিশ্চিত করতে একটি 'ডেডিকেটেড সংযোগ সড়ক' নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সড়কটি নির্মাণে মাঠপর্যায়ে জরিপ, নকশা তৈরি, প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রস্তুত করতে জাপানি প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্টাল কনসালট্যান্ট গ্লোবাল কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করেছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। জরিপের এ কাজটি করতে ব্যয় হবে ৪৬৬ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটি এখন কক্সবাজারের চকরিয়ায় মাঠপর্যায়ে ডিজিটাল জরিপের কাজ চালাচ্ছে।

প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মাতারবাড়ী বন্দর থেকে চকরিয়া পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের চার লেনের একটি সড়ক নির্মাণ করা হবে। মহেশখালী থেকে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চকরিয়ার ফাঁসিয়াখালীর হাঁসেরদীঘি প্রান্তে গিয়ে বন্দর সংযোগ সড়কটি যুক্ত হবে। এরপর সড়কটি চকরিয়া পৌরসভার যানজট এড়িয়ে বাইপাস হয়ে চকরিয়া কলেজের পূর্ব প্রান্তে নলবিলা ফরেস্ট বিটের সামনে গিয়ে আবার মহাসড়কের সঙ্গে যুক্ত হবে। এই বাইপাস সড়ক নির্মাণ করতে গিয়ে নতুন আরো একটি মাতামুহুরী সেতু নির্মাণ করতে হবে।

মাতারবাড়ী বন্দর সংযোগ সড়ক প্রকল্পের সাবেক পরিচালক আবু হেনা তারেক ইকবাল জানান, 'ওরিয়েন্টাল কোম্পানি জরিপ করে প্রকল্পের বিস্তারিত নকশা ও প্রকল্প ব্যয় তৈরি করবে। এ কাজটি করতে তাদের এক বছর সময় লাগবে। সবকিছু সম্পন্ন করে ২০২২ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিক দরপত্র ডাকা সম্ভব হবে। এরপর ঠিকাদার নিয়োগ করে শুরু হবে নির্মাণকাজ। এখনো সড়কটি কোন স্থান দিয়ে যাবে সেটি চূড়ান্ত হয়নি। মাঠপর্যায়ে জরিপ শেষে সেটি চূড়ান্ত হবে। এই ২৬ কিলোমিটার সড়ক তৈরিতে কমপক্ষে ২২টি ছোট-বড় সেতু নির্মাণ করতে হবে। এছাড়া বদরখালী ও মাতামুহুরী নদীর ওপর দুটি পৃথক সেতু নির্মাণ করা হবে। তবে সবকিছুই নির্ধারিত হবে প্রতিবেদনের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর।'

রপ্তানি কমলেও বেড়েছে আমদানি

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে অক্টোবর মাসে পণ্য আমদানি বাড়লেও রপ্তানি সামান্য কমেছে। করোনা মহামারির ধকল কাটিয়ে বাংলাদেশে গত মে মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে যে পণ্য রপ্তানি বাড়ছিল, অক্টোবরে এসে সামান্য কমল; যদিও বিগত ২০১৯ সালের অক্টোবরের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছে। আর চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় আমদানি বেড়েছে অক্টোবরে।

জাহাজ পরিচালনাকারী এবং শিপিং লাইনগুলো বলছে, রপ্তানি ও আমদানির এই গতি খুবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সামান্য কমেছে মানে গতি হারিয়েছে বলার সুযোগ নেই। কারণ আগের বছরের সঙ্গে তুলনা করলে এই রপ্তানির গতি খুবই ইতিবাচক। আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে এপ্রিলের বিশাল ধসের পরিস্থিতি থেকে আমরা উত্তরণ করে এ অবস্থায় এসেছি।

মার্চে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে রপ্তানি পণ্য পরিবহন হয়েছিল ৬১ হাজার ৭০০ একক কনটেইনার। করোনার ধাক্কায় এপ্রিলে রপ্তানিতে ধস নেমে ১৩ হাজারে নেমে আসে। আগস্টে পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৫৫ হাজার ৪৩১ একক কনটেইনার; আর সেপ্টেম্বরে রপ্তানি হয়েছে ৫৭ হাজার ৯০০ একক। সর্বশেষ অক্টোবরে রপ্তানি হয়েছে ৫৫ হাজার ৬২২ একক কনটেইনার।

কুমিল্লার নতুন কূপ থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু

কুমিল্লার মুরাদনগরে শ্রীকাইল-২ গ্যাস ক্ষেত্রের ৪ নম্বর কূপ থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। ২৮ নভেম্বর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. আনিছুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর উদ্বোধন করেন।

এই গ্যাসক্ষেত্র থেকে আগে প্রতিদিন গড়ে ৫ থেকে ৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা যেত। নতুন কূপটি আবিষ্কারের ফলে এখন প্রতিদিন গড়ে ২২ থেকে ২৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব আনিছুর রহমান।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান এবিএম আবদুল ফাত্তাহ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব গুলনার নাজমুন নাহার। এছাড়া বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে মুরাদনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অভিষেক দাসসহ পেট্রোবাংলা ও বাপেক্সের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৫৫ দিন ধরে বাপেক্স পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গত ২০ নভেম্বর সন্ধ্যায় নতুন গ্যাসস্তরে ৩০-৪০ হাজার বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ নিশ্চিত করে।

এর আগে জ্বালানি সচিব ব্রাহ্মণবাড়িয়ার

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. আনিছুর রহমান ২৮ নভেম্বর কুমিল্লার মুরাদনগরে শ্রীকাইল-২ গ্যাস ক্ষেত্রের ৪ নম্বর কূপ থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন

ছবিতে সংবাদ

কর্ণফুলী নদীর হাইড্রোলিক ও হাইড্রোলজিক্যাল সার্ভে করতে যুক্তরাজ্যের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এইচআর ওয়ালিংফোর্ডের সাথে ১৭ নভেম্বর চুক্তি স্বাক্ষর করে বন্দর কর্তৃপক্ষ। এ সময় বন্দর চেয়ারম্যান ও যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন উপস্থিত ছিলেন।

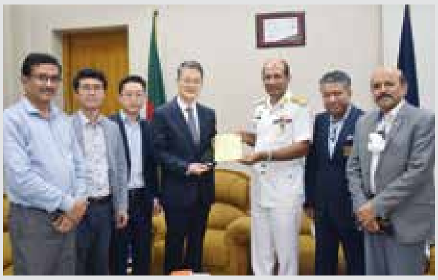

দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জাং কিউন ৪ নভেম্বর বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বন্দরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ ১৫ নভেম্বর মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর উন্নয়ন কাজের শুরুর বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ইস্ট কোস্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজম জে চৌধুরী ১১ নভেম্বর বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

২৪ নভেম্বর বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একটি প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনে আসে। এ সময় তারা বন্দরের পর্ষদ সদস্য জাফর আলম এর সাথে মতবিনিময় করেন।

নবীনগরের হাজিপুরে শ্রীকাইল ইস্ট-১ গ্যাসক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে রিগ ডাউন করেন। প্রায় ৮ কিলোমিটার পাইপলাইন সংযোগ স্থাপন করার পর ২০২১ সালের জুন নাগাদ এই ক্ষেত্র থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু হবে।

রূপপুরের মতো আরো একটি প্রকল্প হবে দক্ষিণাঞ্চলে

পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প পরিদর্শনে এসে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি জানিয়েছেন, 'রূপপুরের প্রকল্প সম্পন্ন হলেই দক্ষিণাঞ্চলে এ ধরনের আরো একটি প্রকল্পের উদ্যোগ নেবেন বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।'

২৮ নভেম্বর সকালে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প পরিদর্শন করেন তিনি। প্রকল্পের বিভিন্ন সাইট ঘুরে ঘুরে দেখে তিনি বলেন, 'আমাদের গর্বের এবং অহংকারের জায়গা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প। এটি বাংলাদেশকে বিশ্বের উচ্চতর স্থানে নিয়ে যাবে। এমন একটি প্রকল্প পরিদর্শনে এসে আমি সত্যিই আনন্দিত।'

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন হবে। বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া সোনার বাংলা বাস্তবে রূপ দিতে কাজ করছে বর্তমান সরকার।'

জ্বালানি খাতে বাংলাদেশ-ভারত একসাথে কাজের সুযোগ আছে

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, 'জ্বালানি খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ও ভারত একসঙ্গে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। ডেল্টা প্ল্যানিংয়ে সমন্বিতভাবে উন্নয়নের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। ক্লিন ও গ্রিন এনার্জি প্রসারকে বাংলাদেশ বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এছাড়া নেপালে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ত্রিপক্ষীয় বিনিয়োগ করার বিষয়টি এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে।'

২৫ নভেম্বর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে নসরুল হামিদ এসব কথা বলেন।

হাইকমিশনার বলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কটা ভারত সম্মানের সাথে দেখে। বাংলাদেশ এ অঞ্চলের জন্য জ্বালানি হাব হিসেবে কাজ করতে পারে। বিদ্যুৎ বিনিময়, প্রযুক্তি বিনিময়, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয়, যৌথভাবে যন্ত্রাদি উৎপাদন করে জ্বালানি হাবটাকে সুসংহত করা যেতে পারে।'

এ সময় বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন, ক্রস বর্ডার পাইপলাইন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী পাওয়ার কোম্পানি, নেপাল ও ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি, জ্বালানি সাশ্রয় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

চীনে বিলেট রপ্তানি শুরু

ইস্পাতপণ্য উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশ চীনে বিলেট রপ্তানি শুরু করেছে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি জিপিএইচ ইস্পাত। ১৮ নভেম্বর ওয়েবিনারে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ও বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এ রপ্তানি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনের পরই সীতাকুণ্ডের জিপিএইচ কারখানায় তৈরি হওয়া বিলেট রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হয়। কারখানা থেকে প্রাইম মুভার ট্রেইলারে করে বন্দর জেটিতে অপেক্ষমাণ এমভি ড্যাটো ফরচুন জাহাজে বিলেট বোঝাই শুরু হয়। জিপিএইচের প্রথম চালানটির রপ্তানি মূল্য ১ কোটি ১ লাখ ৭৫ হাজার ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশ থেকে একসঙ্গে বিলেটের এত বড় চালান কখনো রপ্তানি হয়নি।

বন্দর চেয়ারম্যানকে বাফার সম্মাননা

বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালে সামনের সারিতে থেকে সেবা দেওয়ায় চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদকে ক্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডাস অ্যাসোসিয়েশন (বাফা)। ৫ নভেম্বর বন্দর ভবনে সাক্ষাৎ করে ক্রেস্ট তুলে দেন বাফার সভাপতি কবির আহমেদ।

এ সময় বাফা সভাপতি বলেন, 'করোনাকালে একদিনের জন্যও চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ থাকেনি। বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাসহ সবাই নিরবচ্ছিন্নভাবে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে সেবা দিয়েছে। এতে পণ্য পরিবহনে যে শঙ্কা ছিল তা কেটে যায়।'

তিনি বলেন, 'এখন বন্দরে কনটেইনার বা জাহাজের জট নেই। আমদানি পণ্য যেমন দ্রুত হাতে পাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা তেমনি রপ্তানি পণ্যও দ্রুত জাহাজীকরণ সম্ভব হচ্ছে।' আগামী দিনেও যাতে পণ্য পরিবহনে সেবার মান অব্যাহত থাকে সেজন্য বন্দর চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানান তিনি।

এ সময় বাফার জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আমিরুল ইসলাম চৌধুরী মিজান, সহসভাপতি অমিয় শংকর বর্মণ ও পরিচালক খায়রুল আলম সুজন উপস্থিত ছিলেন।

কোভিড এবং মেরিন সায়েন্স

সামুদ্রিক গবেষণা সংস্থা ইউরোপিয়ান মেরিন বোর্ডের সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত রিসার্চ এবং পাঠদান প্রক্রিয়ার ওপর কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে এ ইনফোগ্রাফিকসে। নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তরদাতাদের শতকরা হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে এখানে।

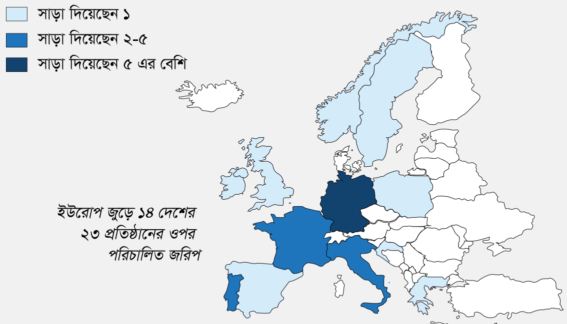

নেতিবাচক প্রভাব

গবেষণার ওপর প্রভাব

৮০% স্থগিত অথবা বাতিল করেছেন

- রিসার্চ ক্রুজ
- ফিল্ডওয়ার্ক
- ল্যাবরেটরিওয়াক

তথ্য-উপাত্তের ওপর প্রভাব

প্রায় ৭০% দীর্ঘমেয়াদে তদারকিসহ তথ্যের সহজলভ্যতা ব্যাহত হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে

শিক্ষকতা এবং ইন্টার্নশিপ

৭০% ইন্টার্ন বা শিক্ষার্থী নিতে পারেননি, অথবা দূরবর্তী স্থানে রেখে কাজ করিয়েছে

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মতে, অনলাইনে শিক্ষাদান পদ্ধতি সফল ভাবে চললেও ল্যাব ক্লাস এবং শিক্ষার্থীদের প্রজেক্ট মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। ভবিষ্যতে এ-সংক্রান্ত জটিলতার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ইতিবাচক প্রভাব

বছরজুড়ে চলেছে কোভিড-১৯ এর ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা

৫৩% প্রতিষ্ঠান ফ্রন্টলাইন কর্মী এবং কেয়ার গিভারদের সুরক্ষা সামগ্রী দান করেছে।

১৭% প্রতিষ্ঠান ঘরে বসে অনলাইনে ল্যাবরেটরি, গবেষণায় সহায়ক সামগ্রী সরবরাহ করেছে।

ব্যস্ততা বেড়েছে অনলাইনে

৭৩% স্বীকার করেছেন অনলাইনে আয়োজিত হওয়ায় বিভিন্ন সেমিনার বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের হার বেড়েছে।

৬৩% ওয়েবিনার বা পডকাস্ট সিরিজের মতো নতুন ভার্চুয়াল উদ্যোগে আরো মনোযোগী হয়েছেন।

বৈষম্যের ওপর প্রভাব

বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা

৫৩% না বলেছেন। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে লৈঙ্গিক, জাতিগত বা বয়স নিয়ে কোনো ধরনের বৈষম্যের শিকার হননি তাঁরা।

বৈষম্য নিরীক্ষণ

৪০% না বলেছেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠান নিজেদের কর্মীদের ওপর বৈষম্য নিয়ে কোনো ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে না। ২০% শতাংশ হ্যাঁ বলেছেন এবং অবশিষ্ট ৪০% বলেছেন তাঁরা এ ব্যাপারে কিছু জানেন না।

শিশু পালনে অধিকতর দায়িত্বশীল অথবা নারীদের ওপর এর বৃহত্তর প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তরুণ এবং কর্মজীবনের শুরুর দিকে থাকা বিজ্ঞানীদের ওপর কোভিডের প্রভাব সম্পর্কেও সতর্কতা প্রকাশ করা হয়েছিল জরিপে।

ভবিষ্যৎ প্রভাব

কর্মী নিয়োগ

৪৩% আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, আগামীতে নতুন কর্মী নিয়োগের সক্ষমতা কমবে।

ভ্রমণ

> ৪০% আশঙ্কা করছেন, আগামীতে ভ্রমণ-বিষয়ক অর্থায়ন কমবে বা ভ্রমণে অনুমতি লাভের ক্ষেত্রে অধিকতর বিধি নিষেধের মুখোমুখী হতে হবে।

গবেষণায় অর্থায়ন

৬০% বলেছেন ফান্ডিং ছাড়া চুক্তি নবায়ন সহ ব্যয় সংকোচনমুখী প্রভাব পড়েছে অর্থায়নকৃত প্রকল্পে।

৬৩% মনে করেন আগামীতে গবেষণায় অর্থায়ন বা রিসার্চ ফান্ডিং নবায়নের পরিমাণ কমতে পারে।

ইতিবাচক ফলাফল

৬৩% পূর্বাভাস দিয়েছেন অনলাইনের কল্যাণে পারস্পরিক সহায়তা বৃদ্ধি পাবে।

১৭% মনে করেন সমুদ্র সম্পর্কিত জ্ঞান এবং কর্মকাণ্ডে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৯ ও ২০২০ সালের নভেম্বর মাসের তুলনামূলক চিত্র

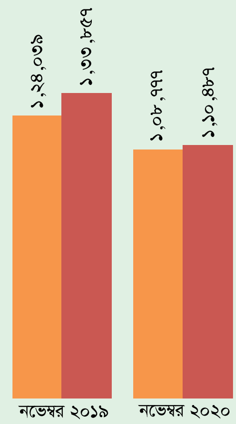

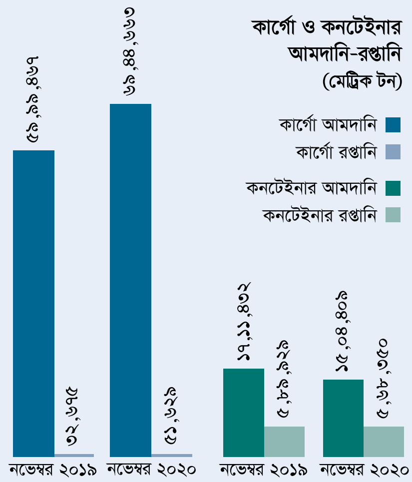

আর্থিক প্রতিবেদন (কোটি টাকায়)

	নভেম্বর ২০১৯	নভেম্বর ২০২০
রাজস্ব আয়	২৩৭.১৩	২৪৬.১১
রাজস্ব ব্যয়	১০৬.১৪	১৩৪.৪৭
উদ্বৃত্ত রাজস্ব	১৩০.৯৯	১১১.৬৪
ইনকাম ট্যাক্স (সরবরাহকারী ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত)	৪.৩৩	৫.৩৩
ভ্যাট (সরবরাহকারী ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত)	৬.৯৮	৮.২৮
ভ্যাট (কর্তৃপক্ষের আয় থেকে)	২৯.৮২	৩২.৪৮

তথ্যযোগ

১. *মো. নজরুল ইসলাম*
পরিবহন পরিদর্শক, অপারেশন শাখা, পরিবহন বিভাগ

২. *মো. কামরুল আহসান*
উচ্চ হিসাব সহকারী, বাজেট শাখা, অর্থ ও হিসাব বিভাগ

BANDARBARTA
a monthly maritime magazine by
Chattogram Port Authority